মায়ামৃগ

সামাজিক নাটক

সুব্রহ্মণ্য

বাণী-বীথি
১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে
১৪নং চক্রবেড়িয়া লেন
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৪

দাম—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

প্রাপ্তিস্থান
বাণী-মন্দির
পুস্তক বিক্রেতা
২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (বি. কে. সাহা মার্কেট)
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীজয়গোবিন্দ পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১, রাজেন্দ্র দেব রোড,
কলিকাতা-৭

উৎসর্গ

বাবা ও মা'কে

নিবেদন

বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে নাটকের সংখ্যা বিরল, এটা অনুভব করে নাটক লেখার অনুপ্রেরণা পাই। উপহাস-পরিহাসের অলংকারে সাজানো নাটক লেখার স্বপক্ষে এইটুকুই বলা যায় যে বর্তমান সমাজ জীবনের সমস্যা সমাকীর্ণ পথে চলতে গেলে যে সমস্ত অসঙ্গতি, ত্রুটি আর বিপর্য্যয়ের কাঁটাকে উপেক্ষা করা যায় না, ব্যঙ্গ রচনার হাস্যরস পরিবেশনের মাধ্যমে সে কাঁটাকে উৎপাটিত করার ইঙ্গিত হয়ত দেওয়া যায়, আর তা নির্ভর করে ব্যঙ্গ চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণে ও রুচিশীল জনসাধারণের সহানুভূতির ওপর। কার্লাইল বলেছেন, **Humour is sympathy with the seamy side of things.** ব্যঙ্গ নাটকের গুণাগুণ বিচারে এ কথাটা বিবেচ্য।

বহু দৃশ্য ও অনেকগুলি স্ত্রীচরিত্র থাকলে সাধারণ সৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে অভিনয় করা ব্যয়সাপেক্ষ হ'য়ে পড়ে; তাছাড়া সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অভিনীত হলে হাস্যরস প্রধান নাটককে আকর্ষণীয়ও করে তোলা যায়—এই বিবেচনায় সওয়া দুই ঘণ্টা কাল অভিনয় উপযোগী ও মাত্র পাঁচটি দৃশ্য সম্বলিত এই নাটকে স্ত্রী চরিত্র দেওয়া হয়েছে কেবল একটি।

কলেজের ছাত্ররা অথবা যে সমস্ত সম্প্রদায় স্ত্রীভূমিকা বর্জিত অভিনয় করতে চান, তাঁরা শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ও দ্বিতীয় দৃশ্যের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে অভিনয়

করতে পারেন—তাতে মূল নাটকের সুর অপরিবর্তিতই থাকবে।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই ব্যঙ্গ নাটকের প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক। যদি কারও নামের বা চরিত্রের সংগে কোন সাদৃশ্য থেকে থাকে, তা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

অগ্রজপ্রতিম শ্রীসুধীররঞ্জন বসুর আগ্রহ না থাকলে ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দে'র সহযোগিতা না পেলে এ নাটক পাণ্ডুলিপি অবস্থায়ই পড়ে থাকত। শ্রীসুনীল রায় চৌধুরীর উৎসাহই আমার নাটক রচনার অনুপ্রেরণার মূল উৎস—ব্যক্তিগত ভাবে ও কৃতজ্ঞচিত্তে আমি এঁদের সবায়ের কাছে তা স্বীকার করছি।

নাট্যামোদী বন্ধুদের কাছে 'মায়ামৃগ' যথাযথ সমাদর পেলেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

—নাট্যকার—

চরিত্রলিপি

সুশান্ত—	গৃহস্বামী
গুরুচরণ—	ঐ ভৃত্য
অমলেন্দু—	ঐ বন্ধু
কমলেশ—	ইন্‌জিনিয়ার
গোপেশ্বর—	অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
সমীর—	ওভারসিয়ার
রেবতী—	কমলেশের বন্ধু
তারাচাঁদ—	ঘটক
অবনীশ—	ঐ ভাগ্নে
ভোলানাথ—	প্রফেসর
সুব্রত—	কবি
বিদ্যুৎ—	ফুটবল প্লেয়ার
চানাচুরওয়ালা	

ও

মায়া—	সুশান্তর কন্যা

মায়ামৃগ



প্রথম দৃশ্য

[কমলেশের সুসজ্জিত বৈঠকখানা। সে টেবিলের ওপর পা তুলে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে—একটু পরে সন্তর্পণে পকেট থেকে একটা নীলখাম বার করল ও সেটা ছিঁড়ে একটা চিঠি বার করে পড়তে সুরু করল। নেপথ্যে শোনা গেল 'বাবাজী কোথায়, মানে কথা—' সঙ্গে সঙ্গে কমলেশ ত্রস্তে চিঠি ও খাম পকেটে পুরে ফেলল। এক প্রৌঢ়ের প্রবেশ, মুখে বড় বড় গোঁফ]

কমলেশ—(উঠে দাঁড়িয়ে)আরে গোপেশ্বরবাবু যে, আসুন

গোপেশ—আসব বৈকি বাবাজী—কালকেই আসব ঠিক করে ছিলুম, কিন্তু এলাহাবাদ থেকে হঠাৎ মেয়ে জামাই এসে পড়ল, তাই মানে কথা, কালকে আর আসতে পারলুম না বাবাজী। (চেয়ারে বসে) কি আশ্চর্য্য মানে কথা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী? বস—

কমলেশ—আপনার জন্যে ইয়ে মানে একটু সরবৎ করতে বলি

গোপেশ—না, না, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না বাবাজী;

শুধু সরবৎ কেন, তোমার বিয়েতে আরও অনেক কিছু খাবার ইচ্ছে আছে—তুমি আমার ওপরওয়ালা, তোমার মুখের ওপর কথা বলা আমার শোভা পায় না, তবে বুড়ো মানুষ বলেই যা সাহস।

কমলেশ—না না, আমি তাতে কিছু মনে করিনি। অফিসের খবর কি? সমীরবাবু শুনলুম দুদিন যাবৎ ইয়ে করেন নি, কাজে আসেন নি।

গোপেশ—সেই কথা বলতেই তো ছুটে আসা বাবাজী। মানে কথা, সমীরবাবু না আসাতে কাজের যথেষ্ঠ ক্ষতি হচ্ছে—ওভারসিয়ার বলতে তো একা উনিই আছেন আমাদের ফার্মে

কমলেশ—তা উনি আসছেন না কেন, একজন লোক পাঠিয়ে ইয়ে করুন, খোঁজ নিন। অসুখ বিসুখ করল না কি ইয়ে—

গোপেশ—খোঁজ নিয়েছি বাবাজী, অসুখ বিসুখ কিছু নয়, সেদিন আফিং খেয়ে—

কমলেশ—(লাফিয়ে উঠে) কি সর্ব্বনাশ—কেন আফিং খেলেন আর কবেই বা খেলেন! এত বড় দুঃসংবাদটা আপনি এতক্ষণ দেন নি!

গোপেশ—আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে, কিন্তু মানে কথা, বাক্যিটা আমার শেষ করতে দাও বাবাজী।

কমলেশ—ওদিকে একটা লোক আফিং খেয়ে শেষ হয়ে গেল আর—

গোপেশ—উত্তেজিত হয়োনা বাবাজী—আফিং খেয়ে মারা যাবার লোক উনি নন—আফিং সমীরবাবু রোজই খান, সেদিনও যথারীতি খেয়েছিলেন

কমলেশ—তার মানে ?

গোপেশ—মানে কথা, এটা ওর নেশা বাবাজী—ক্যাম্পের লোকেরা সেটা জানতে পেরে সমীরবাবুকে ওভারসিয়ারবাবু না বলে সেদিনথেকে ওয়ানসিয়ারবাবু বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। তাইতো মানে কথা, উনি আমাকে সে কথা জানিয়ে, কি বল্লেন জান বাবাজী—আমি এর একটা বিহিত করতে না পারলে, উনি আর কাজে আসবেন না—

কমলেশ—বাঃ চমৎকার। তা ওভারসিয়ারবাবু ওদের কাছে ওয়ানসিয়ারবাবু হলেন কি করে ?

গোপেশ—ছেলেরা বলে উনি নাকি ওভার ওয়ানসিয়ার আফিং খেয়ে ডিউটিতে আসেন—একসের আফিং খেয়ে কেউ কি বাঁচে বাবাজী—

কমলেশ—বাঁচে কি মরে সে হিসেব কি আমি করব—Davidson Company-র অফিসসুপার হিসেবে আপনিই এর একটা বিহিত করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস—

গোপেশ—মানে কথা—

কমলেশ—না গোপেশবাবু, এই সব ইয়ে, ছেলেমানুষীর মধ্যে আমাকে জড়াবেন না—discipline যাতে

maintained হয়, সেটা আপনি দেখবেন—তাছাড়া এরকম হ'তে থাকলে কাজকর্ম কি করে চলবে

গোপেশ—আমিও তো তাই ভাবছি বাবাজী। মানে কথা, যা হওয়া উচিৎ নয়, তা যদি ওরা হইয়ে ছাড়ে, যা বলা উচিৎ নয়, তা যদি ওরা বলিয়ে ছাড়ে, তা হলে মানে কথা, আমার পক্ষে ম্যানেজ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে —আমাকেও কি ছেড়ে দেয় ভেবেছো বাবাজী

কমলেশ—কেন আপনার আবার কিসের নেশা

গোপেশ—নেশা নয়, নেশা আমি করি না, নেশা করলে লোকের সঙ্গে ভাল করে মেলামেশা করা যায় না— (গোঁফে হাত দিয়ে) আমার বাবাজী, মানে কথা, এটা সখের

কমলেশ--তা ওদের কি আপনার সখেও নজর পড়েছে

গোপেশ—পড়েনি আবার বাবাজী—আমি গোপেশ্বর নন্দী, ওদের কাছে হয়েছি গোঁফেশ্বর ভৃঙ্গি—কি বলব মানে কথা, এই গোঁফ যে কতখানি পুরুষত্বব্যঞ্জক, তা কি আর ঐ তুলি দিয়ে টানা গোঁফ রাখা বাবুরা বুঝবে—আমার মনে হয় বাবাজী, তোমার বিয়ের সময় মানে কথা, ওদের আর নেমন্তন্ন করো না, তা হলেই ওরা জব্দ হবে--

কমলেশ—সে যা হয় আমি করব—আপনি ওদের কথায় কিছু মনে করবেন না—সমীরবাবুকে আমার নাম করে কাজে join করতে বলবেন—আর ক্যাম্পের বাবুদের

ইয়ে মানে ব্যবস্থা আমি করব—সব জিনিষের একটা সীমা থাকা দরকার—

গোপেশ—আচ্ছা বাবাজী, মানে কথা, আমি সেই ব্যবস্থাই করব—আমি তাহলে এখন আসি

কমলেশ—আসুন নমস্কার (গোপেশ চলে গেল) জ্বালাতন ! (পুনরায় চিঠিটা পকেট থেকে বার করে পড়তে লাগল) কি আশ্চর্য্য—এর পরিণতি শেষে এই—হায় হায়, এরকম জানলে কখনও ভালবাসতে যেতুম, ভালবাসা তো দূরের কথা—

[রেবতীর প্রবেশ—শেষের কথাটি তার কানে গেছে]

রেবতী—কি রে, আজ বাদে কাল বিয়ে, অথচ বলছিস ভালবাসা দূরের কথা—দূরের কথা নয় বন্ধু, এ হচ্ছে কাছের কথা

কমলেশ—আরে রেবতী যে—

রেবতী—তাই তো বলছিলুম, এ হচ্ছে কাছের কথা—কেন না, বিয়ে হবার পর দুজনের বাসা তো একই জায়গায় হবে, তা সে বাসা ভালই হোক আর মন্দই হোক—দূরে নয়রে, দূরে নয়—দুটি হৃদয়ের কাছাকাছি বাসা—বুঝলি, ভালবাসা দূরের কথা নয়

কমলেশ—তুই অফিস যাস্‌নি আজ

রেবতী—রোজ রোজ কি আর অফিস যেতে ভাল লাগে, আজ ডুব মেরে দিয়েছি—

কমলেশ—বেশ আছিস—যাই বলিস না কেন, ইয়ের ব্যাপারে

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সব ধারণা পাল্টে গেল- প্রেমের অভিনয় ক'রে এরা পুরুষদের নিয়ে ইয়ে করে অথচ বিয়ের সময় ইনিয়ে বিনিয়ে অন্যলোকে ছিনিয়ে নেয়

রেবতী—ব্যাপারটা কি বল দেখি—ওটা কার চিঠি রে—ওর বুঝি—মনে হচ্ছে তুই যেন চিঠিটা পেয়ে রেগে গেছিস--আমার অলকাও তো চিঠি দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু আমি তো রেগে যাই না

কমলেশ—কি করিস ?

রেবতী—কেন, বোনাস দিয়ে দিই

কমলেশ—তার মানে।

রেবতী—মানে আর কি, কোম্পানী যখন আমাদের কাজে খুশী হয়ে বোনাস দিয়ে দেয়, আমিও তেমনি ওর লেখায় খুশী হয়ে ওকে বোনাস দিই—মানে কোম্পানীর দেওয়া বোনাসের টাকায় ওর শাড়ী গয়না কিনে দিই

কমলেশ—তোর বোনাস আর আমার সব্বোনাশ—এ রকম চিঠি পেলে তুই শুধু রেগে নয় ইয়ে ভেগেও যেতিস—এযে কি সাংঘাতিক, তুই ধারণা করতে পারবি না—তলে তলে এত, উঃ, আমাকে একেবারে অতলে তলিয়ে দিলে

রেবতী—রাগই তো অনুরাগের পূর্ব লক্ষণ বলে জানি, তোর হঠাৎ অনুরাগ থেকে এত রাগ কেন বল দেখি—আজ বাদে কাল বিয়ে

কমলেশ—দুত্তোর বিয়ে—এতদিনে কেবল মায়া হরিণীর পেছনে ঘোরাই সার হল

রেবতী—তাতে কি হয়েছে—আমিও তো অলকার পেছনে আজও ঘুরছি। বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর, কিন্তু ঘোরার শেষ নেই—মায়া হবে তোর জায়া আর তুই তার পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াবি, এতো ভাল কথা

কমলেশ—যতদিন মোহ থাকে ততদিন ঘুবতে ভাল লাগে, কিন্তু এসব যা লিখেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ইয়ে ঘোরাই সার হবে—একেবারে হুল ফোটানো কথা, বুঝলি ?

রেবতী—কেন বাবা, ফুল ফোটানো কথাও তো হতে পারে—কথায় বলে, বিয়ের ফুল ফুটলেই ভাষায় ফুল ঝরে ঠিক ফুলঝুরির মত—আমার বিয়ের আগে আমি ক্যালেণ্ডারের ঐ দিনটা লালকালিতে দাগ দিয়ে রেখেছিলুম, ভাবতুম কবে আসবে ঐ লালদিন—

কমলেশ—লাল দিন নয়, বল আলপিন—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ইয়ে আলপিন ফোটানোর জ্বালা যে কি তা কোনদিন টের পেয়েছিস—এ চিঠি যাকে লেখা, সে তো মুখ্যু নয় ইয়ে মানে মায়া regular পড়েছে

রেবতী—পড়বেই তো, ভালবাসলে তো মায়া পড়বেই—তবে বিয়ের পর একটু বেশী করে মায়া পড়ে, যেমন ধর আমার পড়েছে অলকার ওপর

কমলেশ—তা পড়ুকগে—আমি বলছি অন্য কথা—মায়া পড়াশুনা করেছে। আর অন্য কিছু পড়ার কথা যদি বলিস তো বলবো, আমার মাথায় বাজ পড়েছে

রেবতী—তোর এত উতলা হবার কারণ কি বল দেখি

কমলেশ—কারণ এই মায়াবিনী, মানে মায়াবিনীকে লেখা এই চিঠি

রেবতী—দেখি দেখি তোর এই চিঠিখানা (চিঠি নিয়ে পড়তে সুরু করল) আরে এ আবার কে রে—চিঠি আবার ফটো—চিঠিটা দেখতে পাচ্ছি এই ভদ্রলোক মায়াদেবীকে লিখেছেন। ব্যাপার কিরে তোকে লেখা মায়ার চিঠি তো এ নয়

কমলেশ—চিঠিটা সব পড় আগাগোড়া, তাহলেই বুঝতে পারবি আমার ইয়ে উতলা হবার কারণ আছে কি না

রেবতী—হুঁম (চিঠি পড়তে লাগল)

কমলেশ—কিরে কিছু বুঝলি—ইয়ে কুলকিনারা কিছু পেলি

রেবতী—কুল পাইনি তবে নারী কুল শিরোমণি তোর প্রিয় পাত্রী যে তোকে একেবারে কিনারায় এনে ফেলেছে সেটা টের পাচ্ছি। দেখ, বিয়ের আগে এরকম উড়ো অনামী বেনামী চিঠি না এলে আজ কাল বিয়েই অসিদ্ধ। পত্র লেখক নিজের নাম ঠিকানা গোপন করেছেন এবং তোর মায়া যে অবনীশ গুপ্তকে ভালবাসে, সে খবরটা তোকে জানিয়ে অনুরোধ

করেছেন, যে তুই যেন মায়াকে বিয়ে করবার সংকল্প ত্যাগ করিস। তাঁর কথার প্রমাণ স্বরূপ অবনীশ গুপ্তের লেটার হেডে মায়াকে লেখা চিঠির নমুনা ও অবনীশগুপ্তের ফটোও পাঠিয়েছেন—তাহলে দাঁড়াচ্ছে পত্র লেখক তোর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী

কমলেশ—যে দাঁড়াচ্ছে, সে দাঁড়াচ্ছে আমার তো ইয়ে বসে পড়বার যোগাড়—এখন কি করি বলত, এদিকে বন্ধুবান্ধব, অফিসের লোকেরা সবাই জানে যে আমার মায়া—

রেবতী—পড়েছে। বেশী পড়াশোনা করলেই বিপদ—মানে ওদের ভালবেসে মন জয় করার কম্পিটিশনে কে যে সফল আর কে যে বিফল তা তোর ঐ দেবাঃ ন জানন্তি। এ ব্যাপারে তোর জন্যেও আমার pity কম নয় অবিশ্যি

কমলেশ—আর pity দেখাতে হবে না—একটা মতলব ঠাউরে বের কর—একটা suggestion

রেবতী—একটু আগেই তুই না বলছিলি, তোকে অতলে তলিয়ে দিয়েছে—আমি বলি কি তুই এক কাজ কর, এখন তুইই ওকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দে—ওদের কথা মন থেকে মুছে ফেলে দে, ভুলে যা—আমার শ্বশুর মশাই বলতেন—

কমলেশ—ভুলে যাব? বলিস কিরে? উড়ো চিঠির খবর ভুলও তো হতে পারে—তার চেয়েও এক কাজ করি।

সুশান্তবাবুকে ঘটনাটা জানিয়ে তাঁর মতামতটা একবার ইয়ে ক'রে নি—

রেবতী—দেখ আমার মতে এ নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আর নয়—এই চিঠি পাবার পরও ওদের বাড়ী যাবার কোন মানে হয় না—আমি হলে যেতুম না।

কমলেশ—তাহলে বরং অবনীশবাবুর সঙ্গে দেখা করি একবার, মানে কি করে যে কি হয়ে গেল

রেবতী—তুই যেন কি—কোন দরকার নেই। গুপ্তবাবুকে মায়ার ফাঁদে পড়তে দে। তুই একটা মায়াকে হারাচ্ছিস আর আমার বিয়ের আগে ছত্রিশ দুগুণে বাহাত্তরটা সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছল, তবু আমি ভেঙ্গে পড়িনি। আসল কথা কি জানিস, এ হচ্ছে একরকম কানামাছি খেলা—

কমলেশ—কানামাছি খেলা?

রেবতী—ঠিক তাই, প্রেমে পড়লে একজন আর একজনের কাছে মাছির মত ভন ভন করবেই—

কমলেশ—তুই ভুল করছিস, আমরা ও রকম নই—

রেবতী—যে রকমই হোক্, আমি বলি কি, তুই নতুন করে সংসার পাত

কমলেশ—মায়া তো আমাকে সং বানিয়ে ছাড়ল, আবার বলছিস সংসার। এক একবার ভাবি রাগ অনুরাগ, মান অভিমান, ইয়ে এসব অনুভূতির বালাই আছে বলেই বুঝি এত সহজে মানুষের মত যায় বদলে।

সব ব্যাপারের রীতি আছে একটা, কিন্তু ইয়ে প্রীতি আদান প্রদানের ব্যাপারে সেটা মানবার দরকার আছে বলে মনে করে না কেউ --

রেবতী—মনে করেনা বলেই প্রাত্যহিক জীবনে ভুলবোঝাবুঝির অন্ত নেই। একটি ভুলের খোঁচায় তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সমাধি রচিত হচ্ছে দিনের পর দিন—আর সত্যি বলতে কি, ভুল বোঝাবুঝি আছে বলে প্রীতির ব্যাপারে রীতিও মানতে চায় না ওরা—

কমলেশ—শুধু ইয়ে তাই নয়, আমরা যখন ভবিষ্যতের স্বপ্নময় দিনগুলির দিকে তাকিয়ে আশার ইয়ে জাল বুনতে থাকি, তখন অলক্ষ্যে বিধাতা পুরুষ বুঝি হাঁসতে থাকেন এর ইয়ে পরিণতির কথা ভেবে—

রেবতী—আশার জাল বুনতে দেখেও ওঁর হাসি যত, তোকে মায়া জালে জড়াতে দেখেও হাঁসি তার তত

কমলেশ—ঠিক বলেছিস -- আমি জানব শেষ হয়ে গেছে আমার সঙ্গে মায়ার এতদিনের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা

রেবতী—প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা—হাঃ হাঃ হাঃ—অবনীশ গুপ্তের আবির্ভাবে তোর জীবন থেকে অবলুপ্ত—অথচ এদেরই জন্যে নাকি কাব্যের উচ্ছ্বাস নির্ঝরের মত ঝরে যত কবির লেখনী মুখে—নে এইবার প্রতিজ্ঞা কর

কমলেশ—কি

রেবতী—বল, মায়া হরিণীর পেছনে ছুটব না

কমলেশ—মায়া হরিণীর পেছনে ছুটব না

রেবতী—মায়াবিনীর পাল্লায় পড়ব না

কমলেশ—মায়াবিনীর পাল্লায় পড়ব না

রেবতী—মায়াজালে জড়াব না

কমলেশ—মায়াজালে জড়াব না (ছুজনে হাসতে লাগল—ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুশান্তবাবুর বাড়ীর লাউন্‌জ্‌—সিড়ির নীচের বারান্দায় কয়েকটি সোফা ও একটি টেবিল—সুশান্ত একটি সোফায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পাঠরত—যবনিকা ওঠবার একটু পরে বিকটভাবে তিনবার হাঁচির শব্দ হল এবং হাত থেকে কাগজটা পড়ে যাওয়ায় দর্শকেরা এতক্ষণে মুখটা দেখতে পেল —বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ—ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী]

সুশান্ত—(রুমাল দিয়ে নাকটা ঝেড়ে) যা সর্দি হয়েছে, একটু চা খেলে হয়, ওরে গুরুচরণ—বেটা যে কোথায় থাকে, ওরে গুরু, এই গুরুচরণ চা দিয়ে যা—

[নেপথ্যে শোনা গেল 'যাই'—তারপরেই চায়ের ট্রে হাতে গুরুচরণের প্রবেশ]

এই যে এসেছিস—কি করিস কোথায় থাকিস, এক-কুড়ি হাঁক মারলে তবে সাড়া পাওয়া যায়—

গুরুচরণ—আজ্ঞে একঝুড়ি কাক মারলি, অত কাক—

সুশান্ত— এই ওর সুরু হল—বলি এ তল্লাটে কি ছিলি না—গাড়ী করে হাওয়া সেবন কচ্ছিলি—

গুরু— আজ্ঞে দাড়ী ধরে খাওয়া—কই না, খাইনি তো আমার তো দাড়ীই নেই—

সুশান্ত— কি বিপদেই পড়লুম, কানের মাথা একেবারে গেছে—

গুরু— আজ্ঞে গানের কথা বলছেন—তা একটু একটু জানি

সুশান্ত— এই দেখ, কি বললুম আর কি শুনলে—বলি কত জোরে বল্লে কানে যাবে—গোপাকে ডেকে দে

গুরু— আজ্ঞে, সে তো একটু আগে এসেছিলো

সুশান্ত— তা জানি, তাকে ডেকে দে

গুরু— আজ্ঞে সে কাপড় নিয়ে চলে গেছে

সুশান্ত— কে কাপড় নিয়ে চলে গেছে ?

গুরু— আজ্ঞে, ধোপা

সুশান্ত— ধোপা নয় ইডিয়ট. গোপা দিদিমণি

গুরু— আজ্ঞে ছোট দিদিমণি, তিনি তো বাড়ী নেই

সুশান্ত— মিনি কই

গুরু— (চিনির পাত্রটা এগিয়ে দিয়ে) এই যে

সুশান্ত— আরে কি করিস

গুরু— ঐ যে বল্লেন, চিনি কই

সুশান্ত— চিনি কই ?—চিনি নয় মিনি— গোপা, মিনি এরা কি কেউ বাড়ী নেই—

গুরু— আজ্ঞে তা দেখিনি তো—

সুশান্ত— (ভেংচি কেটে) দেখিনি তো—আচ্ছা শোন, গিন্নী মাকে জিজ্ঞাসা করবি, ছোটদিদিমণি গোপা কোথায় গেছে আর সে কথা জেনে এসে আমাকে বলে যা—বুঝলি

গুরু— আজ্ঞে হ্যাঁ

সুশান্ত— একটা কথা চোদ্দবার বললে তবে মাথায় ঢোকে এদিকে আজ্ঞে বলার ঘটা তো খুব—ইডিয়ট কোথাকার (গুরুচরণ চলে যাচ্ছিল) আর শোন —(গুরুচরণ ফিরে তাকাল) বড়দিদিমণি মায়াকে ডেকে দে—

[গুরুচরণ চলে যেতে সুশান্ত কাগজ নিয়ে পড়ল—মায়া এল]

মায়া— আমাকে ডাকছিলে বাবা—

সুশান্ত—হ্যাঁ মা বস্ আজ কদিন ধরেই দেখছি তুই কেমন মনমরা হয়ে গেছিস

মায়া— কই না তো

সুশান্ত— আমার চোখে কি ধূলো দিতে পারবি—আমি যে তোর বাবা

মায়া— সত্যিই বলছি বাবা—

সুশান্ত— থাক। হ্যাঁরে কমলেশ এসেছিলো

মায়া— কই না—

সুশান্ত—. কি যে হল ছেলেটার—কোথাও বদলী হয়ে চলে

গেল কিনা কে জানে—ওর কাছ থেকে কোনও চিঠি পাস নি

মায়া— না বাবা

সুশান্ত—ভারী আশ্চর্য্য! জলজ্যান্ত ছেলেটা একেবারে উবে গেল—তোর সংগে কোন মন কষাকষি—না, না লজ্জা কি—

মায়া— না বাবা —সেদিন আমি ফোন করেছিলুম,

সুশান্ত— কি বললে

মায়া— connection পাইনি।

সুশান্ত— তা হলে তারাচাঁদ ঘটক যা বলেছে তাই বোধ হয় সত্যি হবে

মায়া—কি বলেছে বাবা

সুশান্ত— কমলেশ সম্বন্ধে সে অনেক কথাই বলেছে, এখন দেখছি সে সবই বোধ হয় সত্যি—কেন সে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এইবার বুঝলুম—ঘটকই বল্লে—

মায়া— ঘটক তোমাকে কি বলেছ বাবা (স্বরে উৎকণ্ঠা)

সুশান্ত— না থাক, সে তোর না শোনাই ভাল। তুই কিছু ভাবিস নি, তোকে আমি সুপাত্রেই দোব মা

(অমলেন্দুর প্রবেশ)

সুশান্ত—আরে এস এস, তুমি তো আজকাল একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ—কি খবর

অমলেন্দু—আর খবর। একই পাড়ায় বাস, অথচ আসব আসব করেও আসা হয় না, ঐ যে কথায় বলে nearer the station miss the train হাঃ হাঃ হাঃ—তারপর বাপ বেটিতে কি কথা হচ্ছিল—

মায়া— বাবার সঙ্গে বুঝি মেয়ের কথা বলা নিষেধ—কাকাবাবু তো আজকাল আর আমাদের বাড়ী মোটে আসেন না

অমলেন্দু—এর জন্যে তুমি আমায় যে শাস্তি খুশী দিতে পার—ধর তোমার বিয়েতে নিমন্ত্রিতদের list থেকে আমার নামটা বাদ দিয়ে দিলে কিম্বা ধর—

মায়া— আহা আমি বুঝি তাই বলেছি

অমলেন্দু—তবে কি শাস্তি দেবে শুনি

মায়া— কি যে বলেন, শাস্তি কেন

অমলেন্দু—তবে আমিই তোমায় শাস্তি দিই—খুব ভাল করে চা খাওয়াও দিকিনি এক কাপ—নিজের হাতে তৈরী করা চাই কিন্তু—শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে যেন নিন্দে না হয়

মায়া—আচ্ছা (মায়া চলে গেল)

অমলেন্দু—দেখ তোমার কাছে যে জন্য এসেছি সেটা বলি—টুটুল ওর মায়ের আদুরে ছেলে সে তো জানই—আমাদের ঐ একটি মাত্র ছেলে—এখনও স্কুলে ভর্তি হয় নি—আমি ঠিক করেছি ওকে এবারে ভর্তি করে দোব ; একটা ভাল school suggest করতো—

সুশান্ত—তবেই তো মুস্কিলে ফেল্লে—আমার মনে হয় সব স্কুলই সমান—তাছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধূলায় মাততে বেশী ভালবাসে, আর একটু বড় হ'লেই ঐ হ'ল গিয়ে তোমার সিনেমা—অবশ্য টুটুলকে mean করে বলছি না।

অমলেন্দু—বললেও কোন দোষের হত না—ওযে আমার খুব পড়ুয়া ছেলে তা ভেবো না। তবে ঐ যে বল্লে, ছেলেরা পড়াশোনায় মন দেয় না, ও কথাটা ঠিক নয়—আমার মনে হয় ওদের পড়া তৈরী করে দেওয়া হয় না। আজকালকার মাষ্টারদের তো আর জানতে বাকী নেই, ঐ যে কথায় বলে—কালির অক্ষর নেইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালিঘাটে—

সুশান্ত—আমি মাষ্টারদের যতটুকু জানি—

অমলেন্দু—না হে না, আমি সব খোঁজ খবর নিয়েছি—আজকাল মাষ্টারেরা wholetime প্রাইভেট টিউশ্যনি ক'রে part time স্কুলে মাষ্টারী করেন—ছাত্রদের আর পড়াশোনায় মন বসবে কি করে—

সুশান্ত—এ তোমার এক তরফা বিচার—

অমলেন্দু—না না তুমি ভেবে দেখো, ভারতবর্ষে মাত্র ১৬ পারসেণ্ট লোক শিক্ষিত, এটা তারা ভাবেন না—
By the bye, একটা ঘটনা বলি শোন

সুশান্ত—বল শুনি—ঐ দেখ চাকরটাকে একটা কাজে

পাঠিয়েছি, বেটা বোধ হয় ভুলেই গেল—বেটা জাতে তাঁতি, তাঁত চালিয়ে পেট ভরে না, তাই চাকরের কাজ নিয়েছে—ওরে গুরুচরণ, তারপর বল—

অমলেন্দু—ঘটনাটা কি জান—সেদিন অসিত ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে বসে আছি, এমন সময় একটা লোক দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে গেল—রোগী হচ্ছে ঐ লোকটার বুড়ো বাপ—যাই হোক, অসিত তো ঘুরে এল রোগী দেখে। তারপর একটা mixture দিয়ে ওকে বলেছে, বেশ করে নেড়ে খাওয়াতে—আর সে কি করেছে জান, তার বুড়ো বাপকে বেশ করে নাড়া দিয়ে তবে ওষুধটা খাওয়াতে গেছে—

সুশান্ত—কি করে জানলে

অমলেন্দু—আরে ঐ লোকটাই তো একটু পরে কাঁদতে কাঁদতে এসে বল্লে, বাবু বাপ যে ওষুধ খায় না—ওষুধ আর খাবে কি করে—ছেলের নাড়া খেয়ে বুড়ো ততক্ষণে চোখ বুজেছে, বুঝলে—

সুশান্ত—হাঃ, হাঃ, বল কি হে—

অমলেন্দু—তুমি হাসছ, কিন্তু এটা হাঁসির কথা নয়—অশিক্ষিত, অজ্ঞ ঐ লোকটার মত কোটি কোটি লোককে মানুষ করে তোলবার দায়িত্বটা এড়িয়ে গেলে চলবে কি করে—এ দায়িত্বটা খানিকটা তো মাষ্টারদেরও বটে

সুশান্ত—তা তুমি বলছ বটে, কিন্তু শিক্ষাদানের মত এই মহৎ কাজের জন্য আমরা কিই বা পারিশ্রমিক দিয়ে থাকি বল—আমাদেরই তো উচিৎ education বাবদ খরচা বাড়িয়ে দেওয়া—খালি পেটে এরা আর কত করবে—তাছাড়া মাষ্টারদের ঘাড়ে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, গার্জেনদের উদাসীন হলে চলবে কেন—

অমলেন্দু—গার্জেনদের ধর হাজার কাজ—তোমার কথাই ধর—এই যে কাগজে মনোযোগ দিয়ে পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়ছ, ঘরে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে বলেই তো, by the bye—তোমার মেয়ের বিয়ের কতদূর কি করলে—ঐ যে কথায় বলে, মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি—

[মায়া চা নিয়ে ঢুকল]

মায়া—দেখুন, কি রকম চা করেছি আমি

সুশান্ত—আমাকেও এক চুমুক দিবি তো

মায়া—হ্যাঁ বাবা, তোমারও এনেছি [মায়া দুজনকে চা দিয়ে চলে গেল]

অমলেন্দু—যা বলছিলুম, ওর বিয়ের কত দূর কি করলে—

সুশান্ত—সে এক ফ্যাসাদ ভাই। তুমি তো কমলেশকে দেখেছ, সেই যে Davidson কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার

অমলেন্দু—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তার সংগেই তো তুমি মায়ার বিয়ের ঠিক করেছ

সুশান্ত—করেছি মানে, করব ভেবেছিলুম, কিন্তু এদিকে এক

ফ্যাসাদ। সেদিন এক ঘটক এসে তার নামে যা তা বলে গেল।

অমলেন্দু—আর তুমি অমনি ভাবতে সুরু করলে—মেয়ের বাপের অমনিই হয়—ঐ যে কথায় বলে, অন্ন দেখে দেবে ঘি আর পাত্র দেখে দেবে ঝি—হাঃ হাঃ হাঃ

সুশান্ত—না হে না, একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কমলেশ এ বাড়ীতে যাতায়াত করে অনেকদিন থেকেই—মায়ার সঙ্গে মেলামেশায় তাকে কোনদিনই বাধা দিইনি, কেননা সহজ ও সরলভাবে মেলামেশা করে ওদের পরস্পরকে চেনা জানার সুযোগই দিয়েছি আমি—কিন্তু ঘটক যা বলে গেল—

অমলেন্দু—কমলেশকেই তুমি যদি পাত্র হিসেবে ঠিক ক'রে থাক, তবে আবার ঘটক লাগাতে গেলে কেন—ঐ যে কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—আমি বলি, ঘটকে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা, কমপক্ষে ছত্রিশ বার সে তোমাকে জ্বালাতন করবেই।

সুশান্ত—ওদের কি আর লাগাতে হয়? বিয়ের যুগ্যি মেয়ের গন্ধে গন্ধে মেয়ের বাপের কাছে ঠিক সময় হাজির হয় ওরা—তাছাড়া আর একটা ভাল সম্বন্ধও ওর কাছে ছিল—ছেলেটির নাম রজত, কিন্তু আসলে একেবারে হীরের টুকরো—বিলেত থেকে এবারে accountancy পাশ করে ফিরেছে—

অমলেন্দু—I see, কিন্তু কমলেশের কথাটাও ভাবো—শুধু শুধু

বেচারীকে নিরাশ করাটা কি ঠিক হবে—ঐ যে কথায় বলে, ওল বলে মানকচু ভায়া তুমি বড় লাগো—রজত সম্বন্ধেও তো দুকথা পরে উঠতে পারে

সুশান্ত—ব্যাপারটা কি জান, কমলেশের সংগে যে এ নিয়ে আলোচনা করব, তার উপায় নেই—সে এ বাড়ীতে আসাই বন্ধ করেছে! মায়া বলছিল, সে নাকি নানা অজুহাতে তাকে এড়িয়ে চলে আর ঘটকও বলছিল তার চালচলন কি রকম হয়ে গেছে আজকাল—একেবারে উড়িয়ে তো দেওয়া যায় না—

অমলেন্দু—I see, আমার কিন্তু মনে হয় something is wrong somewhere—আচ্ছা তুমি এক কাজ করতে পার—তুমি নিজে বরং তার কাছে গিয়ে জেনে এস ব্যাপারটা কি, কেননা পরের কথায় অতটা আস্থা করা ঠিক নয়। ঐ যে কথায় বলে—পরের মন আঁধার কোণ

সুশান্ত—সে হয় না, তারই তো উচিৎ আমার কাছে আসা—তাছাড়া রজত ছেলেটিকে পাত্র হিসেবে মায়ার মায়েরও মনে ধরেছে—আমি ভাবছি ঐখানেই পাকাপাকি করে ফেলি কথাটা, বিলেত ফেরৎ জামাই, বুঝলে কিনা—

অমলেন্দু—ঘটকটি তাহলে কাজ গুছিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি—তা স্থির যখন করেই ফেলেছ, তখন এ বিষয়ে আমার আর কি বলবার থাকতে পারে, but

I think Kamalesh should get a fair chance

সুশান্ত—তার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা তো খারাপ ছিল না, কিন্তু ঘটক যা বললে—

অমলেন্দু—আঃ stop that ঘটক। তারপর তোমার শরীর কি রকম আছে বল

সুশান্ত—এই চলছে একরকম, pressureটা মাঝে মাঝে বাড়ে

অমলেন্দু—আমারও তো ঐ একই রোগ—এক একবার মনে হয়, এই বার যেতে পারলে হয়, ঐ যে কথায় বলে —হইলে পঞ্চাশপার, ছাড়হ এ সংসার

সুশান্ত—কিন্তু ছাড়ব বল্লেই তো আর ছাড়া যায় না—সংসার তোমাকে ছাড়বে কেন—ছেলের education, মেয়ের বিয়ে, তারপর ধর—

অমলেন্দু—ঐ তোমার হল গিয়ে গিন্নীর বাতের ব্যামো, শালীর ছেলের অন্নপ্রাশন, হাঃ হাঃ হাঃ—social obligation গুলোকে meet না করলে লোকে escapist বলবে যে

সুশান্ত—তা যা বলেছ, হাঃ হাঃ হাঃ

অমলেন্দু—আচ্ছা চল্লুম ভাই—একদিন এসো আমার ওখানে

সুশান্ত—আচ্ছা

[অমলেন্দু চলে গেল ও গুরুচরণ ঢুকল]

সুশান্ত—এই যে এসেছিস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এতক্ষণ সময় লাগে ? গিন্নীমা কি বল্লেন—

গুরু—গিন্নীমা পূজো করছিলেন তাই দেরী হল। ছোটদিদি মনির কথা জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন, গুচয়ন, সে তো ডোমের বাড়ী গেছে

সুশান্ত—কি বললি হারামজাদা—ডোমের বাড়ী, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব

গুরু—আজ্ঞে ডোমের বাড়ী নয় (একটু ভেবে) তালি বোধ হয়, যমের বাড়ী

সুশান্ত—ইডিয়ট কোথাকার, যা মুখে আসছে তাই বলছিস, কি ভেবেছিস কি

গুরু—আজ্ঞে তাই তো শুনলুম, পেঁপেঁসার যম না ডোম, কার যেন বাড়ী গেছেন

সুশান্ত—সাট্‌আপ্‌—পেঁপেঁসার, ওহো—প্রফেসর সোমের বাড়ী পড়তে গেছে নিশ্চয়—আচ্ছা তুই কি একটা কথাও ঠিক ঠিক শুনে এসে বলতে পারিস না, ইডিয়ট—

গুরু—আজ্ঞে গিন্নীমা আরও বললেন—

সুশান্ত—কি বল্লেন

গুরু—বল্লেন, গুচয়ন, কি বলতে কি বলে দিবি, তুই তো আবার চিকন কালা

সুশান্ত—চিকণ কালা! কেষ্ট ঠাকুর—চিকন কালা নয়, বলেছেন ভীষণ কালা। গয়লার বুদ্ধি হয় আশী বছরে আর তাঁতির একশো আট

গুরু—আজ্ঞে, ছাতির একশো বাঁট—রাজছত্তর বুঝি?

সুশান্ত—হ্যাঁ, তোর মাথায় দোব—আচ্ছা একটা কথা তুই সত্যি বলবি

গুরু—আজ্ঞে আপনার কাছে তো মিথ্যি বলি না—পিসিমা বলে, গুচয়ন, মিথ্যি বললি পাপ হয়

সুশান্ত—তা বল দেখি, আমাকে আর কতদিকে জ্বালাবি

গুরু—আজ্ঞে আমি আর কি চালাব—ডেরাইভারকে যে দিকে বলবেন, সেদিকে চালাবে

সুশান্ত—(স্বগত) উঃ এ কি একটা কথাও শুনতে পায় না—(প্রকাশ্যে) তুই এক কাজ কর, দিনকতক ছুটি নিয়ে বাড়ী যা

গুরু—আজ্ঞে কি যে বলেন

সুশান্ত—কেন, অন্যায়টা কি বললুম

গুরু—ঐ যে বল্লেন, রুটি দিয়ে তাড়ি খা—পিসিমা বলে, গুচয়ন তাড়ি খেলি নেশা হয়

সুশান্ত—আমি কি তোকে তাড়ি খেতে বলেছি, ইডিয়ট—বলছি ছুটি নিয়ে বাড়ী যা

গুরু—আজ্ঞে ছুটি পেলি যাই

সুশান্ত—(স্বগত) তোকে একেবারে ছুটি দোব—(চেঁচিয়ে) ছুটি দোব—এখন একটা কাজ কর দিকিনি—ওপর থেকে আমার ছাতিটা নিয়ে আয়। বেলা হয়ে গেল, একবার বেরুতে হবে

গুরু—আজ্ঞে কোথায় আছে

সুশান্ত—গিন্নীমাকে জিজ্ঞাসা করবি (গুরুচরণ চলে গেল)

কি বিপদেই পড়েছি এই কালাকে নিয়ে, প্রতিটি কথা ভুল শুনবে (কাগজটা নিয়ে সোফায় বসল—গুরুচরণ একটা মোমবাতি নিয়ে ঢুকল)

গুরু—আজ্ঞে এই নিন

সুশান্ত—এ কি ! বাতি কি হবে ?

গুরু—আজ্ঞে গিন্নীমা নিজি হাতি দিলিন

সুশান্ত তুই কি বলেছিস তাকে

গুরু—আমি বললুম, বাবু বাতি চাইছেন

সুশান্ত—ইডিয়ট বাতি নয়, ছাতি ছাতি—একশো বাঁট নয়, এক বাঁট-ওলা আমার ছাতাটা নিয়ে আয়, বুঝলি

গুরু—আজ্ঞে হ্যা—(গুরুচরণ চলে গেল)

সুশান্ত—উঃ পাগল করে দেবে—

[মায়ার প্রবেশ]

মায়া -তুমি কি বেরুচ্ছ বাবা

সুশান্ত—হ্যাঁ মা, একটা কাজে যেতে হবে এক্ষুনি

মায়া—তোমার কি ফিরতে দেরী হবে ?

সুশান্ত—না বেশী দেরী হবে না [গুরুচরণ ছাতি এনে সুশান্তর হাতে দিয়ে চলে গেল]

মায়া—তুমি বেশী বেলা করোনা বাবা

সুশান্ত—আচ্ছা মা [সুশান্ত চলে গেলে মায়া অর্গান নিয়ে গান গাইতে বসল]

মায়ার গান

তোমায় আমার হ'ল না পাওয়া
তোমার সে গান হ'ল না গাওয়া
তুমি দিয়েছিলে সুর
সে যে বিরহ বিধুর
স্মৃতির পটেতে ক্ষণে ক্ষণে শুধু
সেই কথা লিখে যাওয়া—
তোমায় আমার হ'ল না পাওয়া—
বারে বারে দাও কেন ব্যথা এ পরাণে
দূরে গিয়ে তুমি ওগো বৃথা অভিমানে
ঝরায়েছ আঁখিলোর
এলেনা তো কাছে মোর
ক্ষণিক ভুলের বেদনায় ভরা
এ তরণী শুধু বাওয়া—
তোমায় আমার হ'ল না পাওয়া—

[মায়ার গান শেষেব সঙ্গে সঙ্গে গুরুচরণের প্রবেশ]

গুরু—দিদিমণি, একবার গিন্নীমার কাছে যাও—উনি দড়ী পাকিয়েছেন, এইবার ঝুলবেন

মায়া—কি বললি, কোথায়

গুরু—ওপরে

[মায়ার দ্রুতপদে প্রস্থান—গুরুচরণ ঝাড়পোঁছ করতে লাগল—মায়া হাসতে হাসতে ফিরে এল]

মায়া—এই গরু

গুরু—আজ্ঞে

মায়া—মা তোকে কি বলেছে

গুরু— উনি বল্লেন দড়ী—

মায়া— তোর গলায় দড়ী। মা বলেছে বড়ী পাকানো হয়েছে, এইবার তুলবো—আচ্ছা তোদের বাড়ীতে কি অনেকে কালা

গুরু— কি বল্লেন, তালা? তা হ্যাঁ, অনেক তালা আমাদের বাড়ীতে—পিসিমা বলি, সব জিনিষি তালা দিবি

মায়া— তালা নয়—আমি বলছি কেউ কি কানে খাটো

গুরু— আজ্ঞে মানে খাটো হতি যাবে কেন, পিসিমা বলি—

মায়া— কি বিপদেই পড়লুম, বলছি তোর মত সবে মিলে কজন

গুরু— আজ্ঞে সবে মিলে ভজন—না ভজন কিত্তন কিছু হয় না

মায়া— ভজন নয়, বলি কজন কম শোনে

গুরু— কেউ না—কেউ কম বোনে না। আমরা যে জাত তাঁতি, পিসিমা বলি তাঁতির ঘরে কম বুনলি চলে না

মায়া— উঃ dangerous! আর খানিকক্ষণ তোর সঙ্গে বকলে heartfail করব—আমি গার্জ্জেন হলে তোকে জবাব দিয়ে দিতুম—

[মায়ার প্রস্থান, গুরুচরণ আবার ঝাড়পোঁছ করতে লাগল]

গুরু— এ্যাঁ, জবাব দিয়ে দোব বল্লিই অমনি হল—আমার

মত লোক অমনি পেলি হয়, কথায় কথায় ইনজিরি গালাগাল, পিডিপেট, ফাটফাট—আমি বলি তাই চুপ করে থাকি,—বাবুরা ছুতোনাতায় অফিস কামাই করলি দোষের হয় না, অথচ আমি ছুটি চাইলেই অমনি 'ছাড়িয়ে দোব' বলে হুমকী—গিন্নীমা বলেন, গুচরণ, কানের চেকেচ্ছা করাও, অথচ মাইনে বাড়াতে বল্লি অমনি পরে হবে—তা চেকেচ্ছা কোত্থেকে হবে—

[তারাচাঁদের প্রবেশ, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ—ছেঁড়া তালিমারা পোষাক ও জুতো—সুতো বাঁধা চশমা, নস্যি নেয় খুব]

তারাচাঁদ—ওহে কি নাম তোমার, একবার স্যারকে ডেকে দাও

গুরু— আজ্ঞে কাকে

তারা— স্যার, মানে বাবুকে

গুরু— বাবু তো বাড়ী নেই

তারা— আচ্ছা আমি তাহলে একটু অপেক্ষা করি—[বিভিন্ন পকেট থেকে নানারকমের টুকরো কাগজ ইত্যাদি দেখতে লাগল] ওহে তোমার স্যারের মানে বাবুর কি ফিরতে দেরী হবে

গুরু— আজ্ঞে হ্যাঁ—

[সুশান্তর প্রবেশ—সংগে সংগে গুরুচরণের প্রস্থান]

সুশান্ত— আপনি কতক্ষণ এলেন

তারা— এই মাত্র স্যার

সুশান্ত— কি খবর বলুন, আপনি কদিন আসছেন না দেখে আমি ভাবছিলুম—

তারা— আর একটা গোলমালে আসতে পারিনি স্যার

সুশান্ত— যাকগে কি খবর বলুন

তারা— আমি সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি স্যার। রজতবাবুও পছন্দ করেছেন (পকেট থেকে একটা ফটো বের করে) আর পছন্দ করবে নাই বা কেন, এযে একেবারে সাক্ষাৎ কালী, মানে স্যার দুর্গা, মা লক্ষ্মী, এই নিন (ফটো দিল) আর একটা সুখবর আছে স্যার, আপনার ভাবী জামাই হ্যাভলক এলিসের ফার্মে বড় চাকরী পেয়ে গেছেন—এখন আপনি সম্মতি দিলেই হয়—

সুশান্ত—হ্যাভলক এলিস নয়—লাভলক লুইস। আমি তো হ্যাঁ বলেই দিয়েছি। তবে কি জানেন, আমার এক বন্ধু খানিক আগে এসেছিলেন—তার ইচ্ছে আর কটা দিন কমলেশের জন্যে অপেক্ষা করলে ভাল হয়—অবশ্য আমার বন্ধুই বলছিলেন

তারা— আপনি তাহলে আমার কথা অবিশ্বেস করছেন স্যার—কমলেশ সম্পর্কে যা বলেছি বর্ণে বর্ণে সত্যি স্যার, আপনি আর দ্বিধা করবেন না—শেষে এমন পাত্রও হাতছাড়া হয়ে যাবে—সেটাই কি ভাল হবে স্যার—হ্যাভলক এলিসের ফার্মে এমন চাকরী

সুশান্ত— হ্যাভলক এলিস না, লাভলক লুইস

তারা— আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে—একটা কথা বলব স্যার

সুশান্ত— বলুন

তারা— সেবার মেদিনীপুরে ঠিক এই রকম একটা কেস হয়েছিলো—বিয়ের আগে বন্ধুত্ব, কিন্তু বিয়ের কথা পাকাপাকি করবার সময় পাত্রের আর খোঁজ নেই, কেবলই স্যার দিন পেছুচ্ছে

সুশান্ত— সে কি !

তারা— তারপর জানলেন স্যার, খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পাত্রের বাবার ইচ্ছে নয় সেখানে বিয়ে হোক—আর পাত্রও স্যার একেবারে অবোধ ছেলের মত বাপের কথায় সেইখানে বিয়ে করল—রইল পড়ে আগেকার ভাবসাব—

সুশান্ত— বলেন কি !

তারা—আমার বাড়ীতে জানলেন স্যার, আমার এক ভাগ্নে থাকে, তাকে ছেলের মত মানুষ করেছি (চোখ মুছে) বোনটা হঠাৎ চলে গেল কিনা—তা সে কি বলে জানেন, বলে, মামা ও সব ভাব-সাব নয়, তুমি যেখানে বলবে সেখানেই বিয়ে করব

সুশান্ত— বাঃ বাঃ বেশ ছেলে

তারা— তা হলে স্যার, রজতবাবুর সঙ্গেই বিয়েটা ঠিক করে ফেলুন, ওরকম চাকরী হ্যাভলক এলিসের ফার্মে

সুশান্ত— হ্যাভলক এলিস নয়, লাভলক লুইস

তারা— তাই হবে স্যার। আমার আবার ইংরাজী নাম ঠিক

মনে থাকে না—আর একটা কথা কি জানেন স্যার, আমাকে আপনার পাত্র সম্বন্ধে একটু জানিয়ে দিলে কিছুটি আর ভাবতে হবে না—আমি কি কম বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছি স্যার—

সুশান্ত— বিয়ে ভেংগে দিয়েছেন, কি বলছেন আপনি

তারা— কথাটা কি জানেন স্যার, ঠিক আপনাদের মনের মত পাত্র-পাত্রী ছাড়া অন্য পাত্র-পাত্রীদের যোগাযোগের পথটা একেবারে ভেংগে দিয়েছি—বিয়ে তো স্যার, একজন একজনকে করবে—সবাই মিলে ভিড় করলে কি করে সম্বন্ধ করি স্যার—

সুশান্ত— ওহো, তাই বলুন—

তারা— আবার ধরুন না কেন স্যার, ফরসার সঙ্গে কালো, ঢেঙার সংগে বেঁটে, মোটার সঙ্গে রোগা, বোবার সংগে তোতলা আবার ওদিকে অসবর্ণ থেকে অজবর্ণ দুইই দিয়েছি, ঠিক যেমনটি চাইবেন আপনি

সুশান্ত— অসবর্ণ থেকে অজবর্ণ! অসবর্ণটি না হয় বুঝলুম, বামুনের সংগে কায়স্থ কিম্বা কায়স্থর সংগে সদগোপ, কিন্তু অজবর্ণ কি হল

তারা— ঐ যে স্যার, বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণ পরিচয়েতে আছে— অ-এ অজ, তা অজ মানে ধরুন পাঁঠা—তাইতো বলছিলুম স্যার বর্ণপরিচয় হয়নি এমন আকাট মুখ্খুকেও পার করে দিয়েছি ডবল এম-এ বলে—

আসল কথাটা স্যার, পাত্র সম্বন্ধে মতিস্থির করে ফেল্লেই —

সুশান্ত — মতিস্থির তো আমি করেই ফেলেছি, তবে নেহাৎ বন্ধু বল্লেন কথাটা, তাই ভাবছি—

তারা — ও আর ভাবা-টাবা নয় স্যার — ঐ যে আশু মুখুজ্যে লিখে গেছেন 'সাতকোটি সন্তানেরে রেখেছো বাঙালী করে, মানুষের মত মানুষ করোনি'—আসল কথাটা বলব স্যার, সাতকোটির মধ্যে ঐ রজতই একলা খাঁটি মানুষ, বাকী সব বাঙালী —

সুশান্ত— রজত খাঁটি কিন্তু আপনার কথাগুলি খাঁটি নয় — বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর নন আর রবীন্দ্রনাথও আশু মুখুজ্যে নন

তারা — মহাপুরুষেরা সবই সমান স্যার — ও ইনি বল্লেও যা, উনি বল্লেও তাই,—তাহলে আপনি পাকা কথা দিলেন স্যার —

সুশান্ত— সে কি আর দিতে বাকী আছে, তার ওপর আমার স্ত্রীরও যখন ছেলেটাকে পছন্দ—

তারা— আপনাদের সংগে কাজ করে ঐটুকুই আনন্দ,—দুদিন ধরে নিৰ্জ্জলা উপোষ চলছে আমার, আমি তাহলে চলি স্যার

সুশান্ত — উপোষ ! ব্রত-ট্রত করেন না কি -

তারা— না স্যার, ও সব রোগ নেই—তবে যকৃতের ব্যামো — মাঝে মাঝে পেটের যন্ত্রনায় এত কষ্ট হয় যে জল

কি বলছেন স্যার, মিস্কচার পর্যন্ত গিলতে পারি না
কিন্তু কি করব স্যার, একটা শুভকর্ম বলে কথা, তাই ছুটতে ছুটতেও আসতে হয়। তাছাড়া আপনার কাছ থেকে একটা 'হাঁ' শোনবার জন্যেই আসা, আর ওদিকের কথা তো হয়েই গেছে।

সুশান্ত— হ্যাঁ পাওনা গণ্ডার কথা তো হয়েই গেছে।

তারা— তাহলে চলি স্যার, ওদের গিয়ে বললে তবে ওরা আবার চিঠি ছাপতে দেবেন—বনেদী বংশের অন্য অনুষ্ঠান বাদ গেলেও চিঠিটি ছাপা চাই—উঠি স্যার।

সুশান্ত— আমিও আয়োজন করতে সুরু করি। একলা হাতে সব করা—লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়, এ কথাটা আমাকেও আত্মীয় কুটুম্বাদির কাছে পৌঁছে দিতে হবে, কি বলুন—(ব্যাগ থেকে টাকা বের করে) এই নিন—এটা কাছে রাখুন।

তারা — (টাকাটা নিয়ে ট্যাঁকে রাখতে রাখতে) বড় উপকার হল, আপনাদের সংগে কাজ করে এই টুকুই আনন্দ....চলি স্যার, আবার সেই নৈহাটিতে যেতে হবে। মতিস্থির যখন করে ফেলেছেন তখন দিন স্থির করতে আর দেরী হবে না—নমস্কার।

সুশান্ত— নমস্কার—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি শীগ্‌গীরই দিনস্থির করে ফেলব—শুভস্য শীঘ্রম—

(তারাচাঁদের প্রস্থান—সুশান্তও বাড়ীর ভেতর চলে গেল। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল)

তৃতীয় দৃশ্য

[পার্কের একাংশ। একটি বেঞ্চে সুব্রত বসে একটি খাতায় কবিতা লিখছে। যবনিকা ওঠবার পরে সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে আড়মোড়া ভেংগে আবার বসল। তার পরণে পাতলুন ও পাঞ্জাবী— চুল কাঁধ অবধি]

সুব্রত—এইবার ঠিক হয়েছে, এ নিশ্চয়ই ওর পছন্দ হবে।

(কবিতার সুরে পাঠ)

একঠায়ে দাঁড়িয়েছিনু
ঠিক ওই ল্যাম্পপোষ্টের মত
তোমার জানালার সামনে—
ওগো মোর লবংগলতিকা,
কাঠ ফাটা রোদ্দুরে হিমে ভেজা মল্লিকা।
এমন সময় হায়—
এল দুরন্ত বৈশাখী ঝটিকা,
ঐ তোমার মেজ জেঠামশাই—
ওগো প্রিয়তম পুষ্পমালিকা
মোর লবংগলতিকা—
নিবু নিবু ল্যাম্পপোষ্টের আলোর মত
আমার বুকের ধুকধুকানি

বেড়ে চল্ল। ঠিক টিউব ট্রেণের মত
ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এলুম ফিরে—
সেদিন হল না দেখা।
কি বলিষ্ঠ মেজ জেঠামশাই তোমার—
ঠিক যেন ক্যাটকেটে ব্ল্যাঙ্ক্ ভার্স্—
সেমিকোলনেতে ফুলষ্টপ—
যেন পাড় উঠে যাওয়া শাড়ীর মত।
একটি চপেটাঘাত পেলে ঐ সিংহের
কুপোকাৎ আমা হেন নির্জীব প্রাণী।

[একটু থেমে, আরও কয়েক লাইন লিখে]

কিন্তু আমি কবি,
এই নিয়ে সাতান্নবার লিখিনু লিপি তোমায়
ফাঁকি দিয়ে ঐ বলিষ্ঠ সিংহকে—
তুমি কি পার না ওগো লবংগলতিকা,
চুল বাঁধবার পর
উঠে যাওয়া চুলগুলি কাগজে জড়িয়ে
পাঠাতে একখানি লিপি
প্রতীক্ষমান আমার কাছে—
ঝড় থেমে গেলে
আবার ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলবে,
আবার থাকব দাঁড়িয়ে আমি
চেয়ে তোমার জানালার পানে একঠায়ে,
ওগো মোর লবংগলতিকা—

[খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে পকেটের মধ্যে রাখল]

লবংগলতিকা কি খুশীই হবে আমার কবিতা পেলে—কিন্তু কি করে পাঠাই—ওর ওই মেজজেঠামশাই লোকটাকে দ্বীপান্তরে পাঠান উচিৎ—দেশের যুবক যুবতী আমরা সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলব, আমাদের প্রেমের পথে তাদের বাধা দেবার কোন অধিকার নেই—

[চানাচুরওয়ালার প্রবেশ]

চানা— চানেজোর গরম বাবু
ম্যায় লায়া মাজেদার
চানেজোর গরম—
চানা ভাজা লেবে বাবু,—

সুব্রত—চানাচুর? আচ্ছা এক আনার দাও

চানা—(ছড়া কেটে বলতে লাগল)
বড়েবাবু জমিদার
বানায়া কোঠি কেয়া বাহার
কোঠিমে রাখে হুকুমদার
সেলাম মিলে দো হাজার
কোই ক্যারে খবরদার
কোই চালাতা মোটরকার
ঔর রসুই পাকাতা রসুইদার
উসমে লাগে পয়সা চার
বাবু খাবে মজাদার
চানাজোর গরম
লিজিয়ে বাবু—(ঠোঙা এগিয়ে দিল)

সুব্রত—(একটু মুখে দিয়ে) এই, এতে তুম বড্ড ঝাল দিয়া—
এত ঝাল কি করে খায়গা

চানা—আউর এক আনাকো লিজিয়ে—মিঠা বানা দেতা

সুব্রত—হ্যাঁ, বেশ মিষ্টি করকে দেও—

চানা—(পুনরায় ছড়া কাটতে লাগল)

আভি হুয়া এইসা হাল
বাবু না কোই খাতা ঝাল
ঘরমে জরু পাড়বে গাল
খুন বহুৎ নিকলাবে লাল
জিন্দগী ভর রহে বহাল
যেতনাহি ঠুকরাও কপাল
সাফাহি করনা জঞ্জাল
দিল্লীসে লাবে মসাল
কারখানা হ্যায় ইয়ে বংগাল
ম্যায় লায়া বিনা ঝাল
চানেজোর গরম

লিজিয়ে বাবু মিঠা কাবাব (ঠোঙা দিল)

সুব্রত—(পয়সা বের করে) তুমি তো বেশ কবিতা ব'লতা

চানা—এইসা মিল করকে বোলতা তো শুন্‌নেমে মজা লাগতা

সুব্রত—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—

চানা—বোলিয়ে

সুব্রত—তুমি ওকে কবিতা শোনাও ?

চানা—কিসিকো ?

সুব্রত—ওই যো তোমার কোঠিমে যে থাকে, মানে ঐ তোমার উসকো—

চানা—হাঃ হাঃ হাঃ সমঝ্‌লিয়া—নেহি বাবু, উওতো মুলুকমে রহ্‌তা হ্যায়—আর ইয়ে বোল সিরিফ্‌ বিক্রী করনেকা টাইম বোলতা।

সুব্রত—তাই বুঝি, আচ্ছা একটা কাজ করতে শেখেগা—

চানা—কেয়া বাবু?

সুব্রত—ওই যে একটা গোলাপী রঙের বাড়ী দেখতা—

চানা—হাঁ হাঁ, গুলাবী মোকাম

সুব্রত—ওই বাড়ীতে গিয়ে চারপয়সার চানাচুর দিয়ে আসতে পারেগা—

চানা—কিঁউ নেহী—বিকৃরী করনাই তো হামারা কাম।

সুব্রত—তবে যাও লক্ষ্মীটি (পকেট থেকে কাগজ বের করে) আর দেখো এই কাগজকো ঠোঙা করকে, ওর মধ্যে চানাচুর দেগা (কাগজটা দিল)

চানা—বহুত আচ্ছা।

সুব্রত—এই নাও তোমার তিন আনা পয়সা—

চানা—(খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) মগর কিসিকো দেগা—

সুব্রত—ঐ যে লবংগলতিকা—ঠিক দেখবে পরীর মত দেখতে। পরীকো ডানা হায় না—ও ডানা কাট্‌কে ফেলেছে।

চানা—বহুত আচ্ছা—হাম সব সমঝলিয়া, গুলাবী মোকাম আউর লবংগলত্‌কা—ঠিক হ্যায়।

সুব্রত—ঠিক দেবে কিন্তু—

চানা—জী হাঁ। চানেচোর গরমবাবু
ম্যয় লায়া মাঝেদার
চানে জোর গরম

(চানাচুরওলার প্রস্থান)

সুব্রত—লবংগ, একটা চিঠি দিও (আবার খাতা পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসল) কি সুন্দর বিকেল—সবুজঘাস, নীল আকাশ আর ঐ গোলাপী রংয়ের বাড়ীব ভেতর বাদামী চানাচুর—গোলাপী রংটা কি সুন্দর—যেন দোপাটি ফুলে ছেয়ে গেছে লবংগর সারা অংগ যেন ইভনিং ইন প্যারিসের রাজ্যে কচি কচি নিমের পাতা। আমার কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে—লবংগ, আমার সব কবিতাই তোমার জন্যে—

(কবিতা পাঠ সুরু হল)

তোমার আমার প্রেম
সে তো নয় মিছরীর তাল,
বরং বলতে পাব তালমিছরী—
বর্ষামুখর দিনে চমকায় বিজলী,
শুকনো হলদে মাঠে
চাষী ফেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস—
ব্যাথায় টনটন করে গ্যাসট্রিক আলসার,
ঠিক যে সময় ফোটে শালুক ফুল।
আর ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায়
বাদামী রংয়ের ভীমরুল
মুচকে হেসে ঐ পাশের জলার

ব্যাঙাচির পানে চেয়ে,
ভেংচি কেটে বন্ধ করে চোখ।
ওগো লবংগলতিকা
তুমি তো ব্যাঙাচি নও—
আমার মানসসরোবরে
তুমি মোর একমাত্র কোলা ব্যাঙ—

চানাচুরওলাটা কি ফিরে আসবে; কে জানে (একদৃষ্টে গোলাপী রঙের বাড়ীর দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় ফুটবল হাতে জার্সি পরে বিদ্যুৎ ঢুকল)

বিদ্যুৎ—কে রে সুবু না? হাতে খাতা, পড়ছিলি বুঝি।

সুব্রত—হ্যাঁ, হিস্ট্রির নোটটা মুখস্ত করছিলুম।

বিদ্যুৎ—তোদের বাড়ীতে তো জায়গার অভাব নেই—মাঠে পড়তে এসেছিস কেন—প্রফেসর হবি বুঝি—ঐ যে দেখছিস একজন বুড়ো মতন ভদ্রলোক—উনি রোজ পার্কে বই পড়েন, প্রফেসর হবেন বোধ হয়—

সুব্রত—তাই বুঝি—

বিদ্যুৎ—নে চ', আমাদের ফাইনাল খেলা দেখবি চ'—বি. বি. স্পোর্টিং Versus টি. বি. ক্লাব।

সুব্রত—টি. বি. মানে যক্ষারোগীদের ক্লাব—

বিদ্যুৎ—তোর মুণ্ডু। টি. বি. ক্লাব হচ্ছে তরুণ বয়েজ ক্লাব।

সুব্রত—খেলা ধূলা আমার ভাল লাগে না।

বিদ্যুৎ—ভাল লাগে না বলেই তো দেশের এই অবস্থা World Championship গেমে Indiaর place নেই

বললেই হয়। লেখাপড়া শিখে যা না হয়, খেলাধুলায় তাই হচ্ছে আজকাল। আমার কথাই ধর—দুবার B. A. পরীক্ষায় ফেল করেছি, কিন্তু ভাল খেলতে পারি বলে বিলেতী কোম্পানীতে চাকরী—হয়ত কোম্পানীর খরচায় বিলেতটাও ঘুরে আসতে পারি—

সুব্রত—সত্যি ?

বিদ্যুৎ—সত্যি না তো কি মিথ্যে—আজ আমাদের দেশে কি চাই জানিস—শুধু এম. এ. বি. এ পাশ করা ছেলে নয়—চাই শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান ছেলে, অলিম্পিকে যারা আর পাঁচটা দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং প্রতিটি প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে ভারতের গৌরব বাড়াবে—নে চ', ওদিকে খেলার টাইম হয়ে গেল—

সুব্রত—কিন্তু আমার হিষ্ট্রি—

বিদ্যুৎ—তুই থাক তবে তোর হিষ্টিরিয়া নিয়ে [চলে যাচ্ছিল, এমন সময় সুব্রত পেছন থেকে ডাকল]

সুব্রত—এই শোন—আচ্ছা ফুটবল খেললে সিংহীর সঙ্গে লড়াই করা যাবে ?

বিদ্যুৎ—সিংহী মানে ? গায়ে শক্তি থাকলে হাতী, বাঘ, গণ্ডার, যার সঙ্গে খুশী লড়তে পারবি। তা হঠাৎ সিংহীমামার সঙ্গে লড়াই করার কি দরকার হল—

সুব্রত—সে তুই বুঝবি না, মাঝখানে লবঙ্গ রয়েছে।

বিদ্যুৎ—তোর আর সিংহীর মাঝখানে লবঙ্গ—সার্কাস না কি রে—

সুব্রত—ঠাট্টা করিসনি, সত্যিই লবঙ্গলতিকার মেজজেঠামশায় ঠিক যেন একটা আস্ত সিংহী—ওর জন্যেই তো লড়াই

বিদ্যুৎ—হাঃ হাঃ, তোর বুঝি সেই সাবেকি ঘোঁড়া রোগ—লেখা-পড়া করবি, না মেয়েদের পেছনে ঘুরবি—ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন ম্যাচ দেখতে চ'—

সুব্রত—ছেড়ে দোব—কি বলছিস তুই ?

বিদ্যুৎ—ওরে বাবা ওসব পরে হবে—এখন চ'তো।

সুব্রত—আচ্ছা চল—জানিস, লবঙ্গর জন্যে আমি সব করতে পারি কেবল ওর মেজজেঠামশাইর সামনে মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া—

[বিদ্যুৎ ও সুব্রত চলে গেল, কমলেশ ঢুকল, হাতে একটি ফোলিও ব্যাগ—তার ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকানোতে অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে - মঞ্চের আর এক পাশ দিয়ে ভোলানাথের প্রবেশ—এক হাতে একটি খোলা বই—বই পড়তে পড়তে আসার দরুণ কমলেশের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ও বইগুলি ছিটকে মেঝেতে পড়ে]

কমলেশ - কি মশাই, ইয়ে মানে, দেখতে পাননা নাকি, বইগুলো বোধ হয় ছিঁড়েই গেল—

ভোলানাথ—মাফ করবেন, দেখতে পাইনি—দর্শন শাস্ত্রে ডুবে থাকাই হচ্ছে এই অদর্শনের হেতু, অর্থাৎ কিনা—

কমলেশ—দেখুন, পথে বই পড়াটা ঠিক নয়।

ভোলানাথ—কিন্তু কি করব—বাড়ীতে মোটে জায়গা নেই কিনা—ঘর বলতে দেড়খানা, অর্থাৎ কিনা, একটিতে শয়ন, ভাঁড়ার, পড়াশোনা আর ঐ অর্দ্ধেকটিতে রান্না আর ঘুঁটে কয়লা—বর্তমানে ঐ পড়াশোনার অংশটিতে আঁতুড় ঘর হওয়ার জন্যে আমাকে পার্কে পার্কে পড়তে হচ্ছে, অর্থাৎ কি না—

কমলেশ—এ ভাবে, ইয়ে মানে, যে কোন মুহুর্তে একটা accident হয়ে যেতে পারে।

ভোলানাথ—দেখুন, সে কথা যদি বলেন, আমাদের বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে একটা accident, অর্থাৎ কিনা, অস্তিত্বতত্ত্বের মূল কথাই হচ্ছে—

কমলেশ—পার্কের মধ্যে অবশ্য গাড়ীঘোড়া নেই, তবুও ইয়ে, দেখে শুনে চলা ভাল—

ভোলানাথ—সে কথা হাজারবার ঠিক। এই দেখাই হচ্ছে সংসারের সার কার্য, অর্থাৎ কিনা, বাইরের দেখা নয়, জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দেখা (বই খুলে পাতা উল্টে) এই যে লেখা আছে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞায়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুসা। ভূতপ্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্য্যান্তি তে পরম॥ অর্থাৎ কিনা, যে লোক জ্ঞানরূপ চক্ষু দিয়ে আত্মা ও অনাত্মা এই দুই পদার্থের প্রভেদ এবং ভূত ও প্রকৃতির মোক্ষ জানতে পারে, সেইই লোক পরমপদ অর্থাৎ কৈবল্যলাভ করতে পারে, অর্থাৎ কিনা—

কমলেশ—দেখুন, ওসব আমার মাথায় ঢোকে না, আমি বলছিলুম ইয়ে, দেখে শুনে পথ চলার কথা—

ভোলনাথ—হ্যাঁ হ্যাঁ তা ঠিক—আমার কেমন স্বভাব হয়ে গেছে, সবাইকে ছাত্র বলে ধরে নেওয়া—কিছু মনে করবেন না—

কমলেশ—না না ইয়ে, মনে করবার কি আছে।

ভোলানাথ—আসল কথা হচ্ছে আমরা মায়াবদ্ধ জীব—অর্থাৎ কিনা, এই মায়ায় বদ্ধ হলে, সচ্চিদানন্দের রূপের দর্শন হয় না। এই যে আমি বিশ বছর ধরে ফিলসফি পড়িয়ে এলুম, কিন্তু আসলে আমার অধ্যয়নও শেষ হয়নি এখনও—অধ্যয়ন অর্থাৎ কিনা—অধি পূর্ব্বক ইযুক্ত অনট্, তাই বলছিলুম, মায়াতে বদ্ধ হলে, অর্থাৎ কিনা—,

কমলেশ—মায়ার কথা আর বলবেন না—আমি মায়ামুক্ত, ইয়ে সে এক দুঃখের কাহিনী

ভোলানাথ—বলেন কি মশাই, জীব কখনও মায়ামুক্ত হয়—আর তাই যদি হয়, তা হলে তো সে সকল দুঃখ জয় করে ফেলেছে—কিন্তু সাধনা না করে মায়ামুক্তই বা হবে কি করে (বইখুলে পাতা উল্টে) এই তো লেখা রয়েছে, মায়া প্রপঞ্চময়, অর্থাৎ কিনা—

কমলেশ—কি বললেন, প্রপঞ্চময়—ভুল, ভুল, ভুল—পঞ্চম স্থানে বিংশতি হবে, সে আপনি বুঝবেন না।

ভোলানাথ—পঞ্চম স্থানে বিংশতি! (পাতা উল্টে) সেটা আবার কোন চ্যাপটার।

কমলেশ—সে আপনার কোন চ্যাপটারে নেই। আমিই মাঝখানে থেকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছি। এ হচ্ছে আমার দিব্য চক্ষুর দর্শন, মর্ম্মস্পর্শী দর্শন, ইয়ে জ্বালাময়ী দর্শন

ভোলানাথ—Interesting—তবে যে একটু আগে বললেন আপনি দর্শনশাস্ত্র বোঝেন না। কিন্তু আপনার ঐ বিংশতির ব্যাখ্যাটা—

কমলেশ—সে কি আপনি বুঝতে পারবেন—বিংশতিটি পুরুষকে ইয়ে সরিষা পুষ্পের স্বরূপ দর্শন করানো—

ভোলানাথ—ঠিক বুঝলুম না—আচ্ছা আপনাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে

কমলেশ—হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি

(রেবতীর প্রবেশ)

এই যে রেবতী, এত দেরী হল কেন রে (ভোলানাথকে দেখিয়ে) এতক্ষণ এর সংগে আলাপ করছিলুম।

ভোলানাথ—আচ্ছা আপনার বিংশতির ব্যাখ্যাটা পরে আলোচনা করব। আপনি এইখানে আসেন তো মাঝে মাঝে—নমস্কার (একহাতে বইয়ের গাদা ও অন্যহাতে একটা বই খুলে পড়তে পড়তে চলে যাচ্ছিল—কমলেশ ও রেবতী তার দিকে চেয়ে নিজেরা কানে কানে কি বলল)

রেবতী—ও মশাই শুনুন (ভোলানাথ ফিরে দাঁড়াল) আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে ডাকলুম।

ভোলানাথ—কি কথা বলুন তো—

রেবতী—বলছিলুম কি, লাল ফিতেটা কিনে নিয়ে যেতে ভুলবেন না।

ভোলানাথ—না না ভুলব কেন, সে তো কেনাই হয়ে গেছে—তবে কিনা সাতদিন ধরে কিনতে ভুলে যাচ্ছিলুম এ কথা ঠিক, অর্থাৎ কিনা, দর্শনশাস্ত্রের জটিলতত্ত্বের ভেতর মাথা গলিয়ে দিলে সাংসারিক টুকিটাকির কথা একেবারে মনে থাকে না—কদিন ধরেই ভাবছি কলেজ থেকে ফেরবার সময় কিনে নিয়ে যাব, কিন্তু রোজই ভুলে যাই, অর্থাৎ কিনা, মনে থাকে না—তবে আজ আর ভুল হয়নি, এই যে (পকেট থেকে লাল ফিতে বার করল)

রেবতী—আপনার কেনা হয়ে গেছে—মাফ করবেন, এটা জানা ছিলনা।

ভোলানাথ—সে কি কথা, মনে করিয়ে দিয়ে তো ভালই করেছেন। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ফিতের কথা,—আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছি বলে তো মনে হয় না, অর্থাৎ কিনা,—

রেবতী—(কমলেশের দিকে চেয়ে) না, ঠিক তা নয়।

কমলেশ—(এগিয়ে এসে জামার পেছনের পিন আঁটা কাগজটা খুলে) এই যে, এটা লেখা আছে বলেই—

ভোলানাথ—(কাগজটা নিয়ে) হাঃ হাঃ হাঃ, এ হচ্ছে আমার সহধর্মিণীর কাণ্ড (লেখাটা চেঁচিয়ে পড়ে) "দয়া করে এ কে লালফিতের কথাটা মনে করিয়া দিন", হাঃ হাঃ হাঃ, খুব চাল চেলেছে যা হোক—

কমলেশ—আপনার স্ত্রীর লেখা বুঝি—

ভোলানাথ—That's right—আমি ভুলে যাই বলে, আপনাদের সাহায্যের চেষ্টা—প্রফেসার ভোলানাথেরও এক লেডি প্রফেসার আছেন বাড়ীতে—হাঃ হাঃ হাঃ (প্রফেসার চলে যাবার সময় হাত থেকে লালফিতেটা পড়ে গেল)

কমলেশ—কিরে তুইও কি ইয়ে, ভোলানাথবাবুর মত আমার কথা ভুলে মেরে দিয়েছিস নাকি—phone করে appointment করলি, অথচ তোরই পাত্তা নেই—

রেবতী—অর্থাৎ কি না, পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থাৎ কিনা—

কমলেশ—অর্থাৎ কিনা, সেটা কেন জানতে পারি কি (তুইজনে হাসল)

রেবতী—(পকেট থেকে একটা বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি বার করে) এটা পড়, অত অধৈর্য হসনি—

কমলেশ—(চিঠিটা পড়ে) তার মানে ? মায়ার সঙ্গে রজতের বিয়ে আর সেই বিয়ের চিঠি তোর হাতে—কি ব্যাপার,—রজত কে ! ইয়ে, অবনীশ গুপ্তের কি হল—

রেবতী—One by one—অবনীশ গুপ্ত হেরে গেছে কমপিটিশনে—মাটির এ খেলাঘরে কেউ হারে কেউ জেতে।

কমলেশ—এমন একটা serious ব্যাপারেও তুই ঠাট্টা করবি —ব্যাপারটা কি ?

রেবতী—ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—কিন্তু আমাদের এখন অনেক কিছু করতে হবে—

কমলেশ—করতে তো হবে—আগে ব্যাপারটা কি বল।

রেবতী—ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে রজত হচ্ছে আমার মাসতুতো ভাই—ওর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে অনেক দিন থেকেই, তবে কোথায় হচ্ছে, কবে হচ্ছে খোঁজ রাখিনি—In the meantime ম্যারেজ settled —এই দেখনা, পাত্রী সুশান্তবাবুর মেয়ে—এই দেখে আমার মনে হল এ হয়ত তোরই মায়া—

কমলেশ—তারপর ?

রেবতী—চিঠি পেয়েই ছুটলুম রজতের কাছে। রজত বল্লে, ঘটকে এ বিয়ের সম্বন্ধ করেছে—কথাটা শুনেই মনে হল নিশ্চয়ই কোথাও একটা লটঘট আছে—he seems to be completely ignorant about অবনীশ গুপ্ত। তাকে সে চেনেই না।

কমলেশ— বারে, এতো দেখি সব পরস্মৈপদ—তা তুই ইয়ে ঘটকের ঠিকানাটা আনতে পারলি না—

রেবতী—exact addressটা কেউ বলতে পারলে না, তবে

শুনলুম, মেসোমশাই নাকি ঘটককে দুশো টাকা দেবেন বলেছেন।

কমলেশ—What's that to us—

রেবতী—ঘটকের নাম হচ্ছে তারাচাঁদ—শোন, আমি রজতকে সব খুলে বল্লুম—মানে তোর পূর্বরাগের কথা—he is a sportsman। তোর ফেবারে withdraw করতে রাজী আছে—রাজী কেন ধরে নে withdraw করেই বসে আছে।

কমলেশ—বলিস কিরে— তুই really একটা genius। কিন্তু আমার পক্ষে আবার ওদের বাড়ী যাওয়া—অবনীশ গুপ্ত সম্বন্ধে—

রেবতী—তুই ভাবছিস কেন—কানামাছি খেলতে গেলে, একটা মাছিও অনেকবার আসে—এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে অবনীশ গুপ্তের রহস্যটা সমাধান করা—কে সে আর মায়ার সঙ্গে তার প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি, এ সব আমাদের জানতে হবে—

কমলেশ—নিশ্চয়ই—who the devil he is—

রেবতী—আর সেটা জানবার জন্যে, আমাদের তার বাড়ীতেই যেতে হবে—ওর ঠিকানাটা তো আছেই তোর কাছে—

কমলেশ—হ্যাঁ।

রেবতী—যে অবনীশ গুপ্তের আবির্ভাবে তোর জীবন থেকে থেকে প্রেম,প্রীতি, ভালবাসা সব লুপ্ত হতে বসেছিলো,

তার উৎস সন্ধানে আমাদের রওনা হতেই হবে—বলা যায় না, মেয়েদের আমরা যে চোখে দেখে এসেছি, সেটা সত্যি নাও হতে পারে। অর্থাৎ, মেয়ে-দের যে সবটাই দোষ, এটা ভুল প্রমাণিত হতে পারে—

কমলেশ—তুই থাম—কিন্তু ঘটকের তুশো টাকা—

রেবতী—ব্যবস্থা যা হয় একটা হয়ে যাবে—তবে অবনীশবাবুর কাছে যাবার আগে রজতের সংগে আর একবার দেখা করতে হবে। ওকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিতে হবে—এখন চ' এক কাপ চা খাওয়া—

কমলেশ—শুধু চা কেন—anything else.

রেবতী— সে সব পরে হবে (তুজনে উঠে পড়ল) আরে একি, উনি এটা ফেলে গেছেন দেখছি (রাস্তা থেকে লালফিতেটা কুড়িয়ে নিল) ভোলানাথবাবু সত্যই ভোলানাথ।

কমলেশ—যা বলেছিস—(কমলেশ ফিতেটা নিয়ে বেঞ্চিতে রাখল—আর একপাশ দিয়ে সাইকেল চেপে সমীরবাবুর প্রবেশ)

সমীর—যত সব বখাটে বাটপাড়—একটি চড়ে কুপোকাৎ করে ফেলব, খুন করে ফেলব, চামড়া উপড়ে ফেলব, হাড় গুড়ো করে পাউডার করে দোব—

কমলেশ—একি সমীরবাবু, কি ব্যাপার—এদিকে কোথায় চল্লেন।

সমীর—ও ইঞ্জিনিয়ারবাবু আপনি। আমি তো এদিকেই থাকি, নতুন উঠে এসেছি—ঐ যে গোলাপী রঙের বাড়ীটা দেখছেন, ঐটে আমার বাড়ী—ব্যাপার আর

কি, যত সব বাউণ্ডুলে বেল্লিক, খুলিটা চিবিয়ে চচ্চড়ি করলেও রাগ যায় না—

কমলেশ—তুই রেস্তারাতে গিয়ে বস—I am coming (রেবতীর প্রস্থান) আসুন এইখানে বসি (দুজনে বেঞ্চিতে বসল] ব্যাপারটা কি বলুনতো ?

সমীর— ব্যাপারটা বড় গুরুতর। অফিস থেকে সবে ফিরেছি, লতু বল্লে, ঐ বিটকেলে বদমায়েসটা নাকি চানাচুর পাঠিয়েছে আজকে—

কমলেশ—লতু কে ?

সমীর— লতু হচ্ছে লতিকা, আমার ভাইঝি—মানে আমি হলুম ওর মেজ জেঠামশাই—

কমলেশ—আর ঐ বিটকেলে বদমাইশ না কি বল্লেন, —

সমীর—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ছোকরাই তো লতুর পেছনে লেগেছে— চানাচুরওয়ালাকে দিয়ে চানাচুর পাঠিয়েছে। নিজের সাহস নেই—আবার কি প্ল্যান, যত সব বেয়াড়া বজ্জাত—

কমলেশ—প্ল্যান করে পাঠিয়েছে ?

সমীর— তাই তো বলছি—চানাচুরওয়ালা এ কাগজ পেল কোত্থেকে—লতু তো লেখা পড়ে হেসে বাঁচে না—

কমলেশ—দেখি দেখি— (কাগজটা পড়ে হাসল) চানাচুরগুলো কি হ'ল।

সমীর—সে লতু খেয়ে ফেলেছে।

কমলেশ—ওরে বাবা, এযে মস্ত বড় কবিতা—আবার Suggestion for reply—চুল বাঁধবার পর ইয়ে, উঠে যাওয়া চুলগুলি এমনি করে কাগজে মুড়ে ওকে পাঠানো।

সমীর— ভেবে দেখুন একবার—নিশ্চয়ই এইখানে ঘোরাঘুরি করে। আজ দুজনকেই ধরব, ঐ ব্লাডি বিচ্ছিরি ছোকরা আর চানাচুর-ওলা—আবার আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে দেখেছেন।

কমলেশ—হ্যাঁ—সিংহ, blank verse—বৈশাখী ঝটিকা—

সমীর—তাহলে বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবটাও দেখে যাক—সমীর সিংহের পদবীটাই শুধু সিংহ নয়, দাপটটাও সিংহের মত, সেটা বুঝিয়ে দি—

কমলেশ—(কাগজটা ফেরত দিয়ে) আমার মনে হয়, শাসনের অভাবেই একদল ছেলে এইভাবে উচ্ছন্নে যায়—লেখা পড়া শিখে ভাল চাকরী করবে, কিম্বা ব্যবসায় উন্নতি করবে, তা না ইয়ে—

সমীর—আমি কিন্তু শাসন করব, ছেড়ে দোব না।

কমলেশ—আমার মনে হয় কোন silly college boy—এসব ম্যাটিনি সিনেমার বাবু। যাই হোক, ছোকরাকে যদি ধরতে পারেন, মারধর করবেন না—থানায় নিয়ে যাবেন, Anti Rowdy Sectionএ দিয়ে দিবেন—তবে চানাচুর-ওয়ালার দোষ নেই—ওকে ছেড়ে দিতে পারেন—আমি চল্লুম (একটু গিয়ে ফিরে এসে)

আর দেখুন, এই লালফিতেটা যদি কেউ নিতে আসেন, তাঁকে দিয়ে দেবেন।

সমীর-— আচ্ছা —(কমলেশ চলে গেল—সমীর একটু এদিক ওদিক চেয়ে দেখল) এখন কি আর পারব ওদের ধরতে। একবার যদি ধরতে পারি—হাতছুটোকে মচকে দিয়ে, মাথার খুলিটা গুড়িয়ে দিয়ে, পেট আর পিঠ এক করে দিয়ে বুকের ধকধকানি থামিয়ে দোব। পুলিশের দরকার কি—আমিই ঠিক করে দোব (আফিঙের কৌটো বের করে) এদিকে আবার আফিং খাবার টাইম হয়ে গেল, কি করি—আমি আফিং খাই বলে অফিসের ছেলেরা ওভারসিয়ার বাবু না বলে ওয়ানসিয়ার বাবু বলে ডাকে—ওয়ান-সিয়ারবাবুর খেলটা তো আর দেখেনি (উঠে পড়ল) আচ্ছা আফিংটা খেয়েই আসি, তারপর ঐ লবঙ্গ চিবুনো ছোকরাকেই আগে বোঝাব সিংহের গায়ে জোর আছে কি না—যত সব বিদঘুটে বিদিকিচ্ছিরি

[সমীরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নেমে এল]



চতুর্থ দৃশ্য

[নৈহাটিতে তারাচাঁদের বাসা—তারাচাঁদের কাপড় হাঁটুর ওপর, গায়ে ফতুয়া, এক হাতে হাতপাখা, সামনে অনেক কাগজপত্র ছড়ানো, অবনীশের প্রবেশ—তার ব্যায়ামপুষ্ট চেহারা, প্রতিকথার সংগে free hand exercise করার মুদ্রা]

অবনীশ—হল না মামা—ওরা লোক নিয়ে নিয়েছে।

তারা—এই যে অবন—ওরা বুঝি লোক নিয়ে নিয়েছে—ঘাবড়াও মৎ, নানা দিক থেকে ম্যানেজ করে তবে পয়সা উপায় করতে হয়—আমি দেখি অন্য জায়গায় চেষ্টা করে। চাকরী তোর হবেই—

অবনীশ—তা তো হলো—কিন্তু আমার বিয়ের কি হবে—

তারা— হবে রে হবে, এসব কি তাড়াহুড়ার জিনিষ—কত রকম ব্যাপার—তোর চিঠি আর ফটো পেয়ে ওরা খুব খুশী, এইবার ঠিক লাগিয়ে দোব।

অবনীশ—দেখ মামা, এই করে করে আমার বয়সটা যে বেড়ে চলেছে সেদিকে তোমার হুস নেই। আমি কি আর ছোটটি আছি—

তারা— ছোট থাকাই তো ভাল। এই আমার নামটা দেখ, তারাচাঁদ, আগে তারা পরে চাঁদ, কিম্বা ধর চারাগাছ, আগে চারা পরে গাছ—তাছাড়া তোদের বিদ্যাসাগরই তো লিখে গেছেন, বড় আর ছোট মাঝে ছোট হও তবে।

অবনীশ—আচ্ছা কলকাতার সেই মেয়েটির কি হল--

তারা— সবই তো ঠিক, তবে ব্যাপারটা কি জানিস, তোর চাকরীটা আগে হোক। তাছাড়া ওরা বলছে দিনকতক সবুর করতে, মেয়ের হাতে ঘা হয়েছে কি কিনা—

অবনীশ—ঘা, কিসের ঘা ?

তারা—মানে পান সাজতে গিয়ে জাঁতিতে আঙুল কেটে ঘা হয়েছে।

অবনীশ—কেমন আছে হাতখানা, ডান হাত না বাঁ হাত, কতদিন হল ?

তারা—তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। এই ঘাটা সেরে গেলেই দেখ না আমি কি করি—কি ধূমধাম আর কি ঘটা— তুই খালি বসে বসে দেখবি আর বলবি, হাঁ, ভাগ্যে মামা ছিল, তাই এমনটা হল।

অবনীশ—সে তো তুমি আর বারেও বলেছিলে—সেই মেয়েটারও তো ভাতের ফ্যান গালতে গিয়ে হাত পুড়ে গেল, তারপর আর সে ঘা-ই সারল না। আমারও বিয়ে ভেংগে গেল।

তারা—না, এর ঘা তত বেশী নয়, এ সেরে যাবে। আমার চাদরটা দে দেখি।

অবনীশ—তুমি বুঝি বাইরে যাচ্ছ মামা—

তারা—হ্যাঁরে, একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি—দেখ, রজতবাবুদের বাড়ী থেকে কেউ এলে তাঁকে বসিয়ে রাখবি। ওদের একটা জিনিষ দিয়ে যাবার কথা আছে, বুঝলি—

অবনীশ—তা না হয় রাখব—কিন্তু তুমি যে মামা রাজ্যের লোকের জন্যে ভাল ভাল মেয়ে জোগাড় করছ আর আমার বেলায় যত হাতকাটা আর ঘা-ওলা মেয়ে নিয়ে আসছো, এটা কি ভাল হচ্ছে—

তারা—(হেঁসে) নারে না, এবারে আর তোকে ঘা দোব না—

(প্রস্থান)

অবনীশ—যে সে লোকের বিয়ে হচ্ছে, আমার বেলাতেই গেরো—যাকনা সুপুরী কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে, শুধু খয়ের দিয়ে পান খাব—যাক না কেন গালতে গিয়ে হাত পুড়ে, পাঁউরুটি কিনে খাব—তবু তো লোকে বলবে আমি বিয়ে করেছি—আর চাকরীটা হয়ে গেলে তো কথাই নেই—অফিস থেকে ফিরে এসে বলব 'ওগো শুনছ', আর বউ ঘোমটার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলবে 'যাই'—আঃ কি মজা—আর আমার যখন রাগ হবে, আমি কথাই বলব না হাজার সাধলেও না—[রেবতী ও কমলেশের প্রবেশ

তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—অবনীশ দেখতে পাইনি]

তারপর যখন বুক ফুলিয়ে বলব—সরে যাও আমার সামনে থেকে, যাও বলছি—যাও—(সামনে রেবতী ও কমলেশকে দেখে অপ্রস্তুতে পড়ল—রেবতীর হাতে ছোট একটি কাগজের প্যাকেট)

কমলেশ—আরে, আরে, মারবেন না কি—

রেবতী—কি মশাই, ভদ্রতা জানেন না,—বেরিয়ে যেতে বলছেন কোন আক্কেলে।

কমলেশ—আমরা কলকাতা থেকে আসছি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে। আপনিই তো অবনীশবাবু—

অবনীশ—হ্যাঁ আমিই অবনীশ, মাফ করবেন, আমি আপনাদের বেরিয়ে যেতে বলিনি—কি দরকার বলুন তো, বসুন।

কমলেশ—(পকেট থেকে চিঠি বের করে) এ চিঠিটা আপনার লেখা।

অবনীশ—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই তো—আপনারা এ চিঠি কি করে পেলেন? আপনারা কি তার কেউ হন—হাতটা কেমন আছে, হাতটা দেখে এসেছেন তো—

রেবতী—দেখুন, হাত দেখা হচ্ছে জ্যোতিষীর কাজ—আর তাছাড়া হাত তো আপনিই দেখাচ্ছেন আমাদের।

অবনীশ—ব্যায়াম করা অভ্যেস কিনা—আচ্ছা সত্যি বলুন তো, হাতটা কি এখনও ব্যাণ্ডেজ করা না ব্যাণ্ডেজ খুলে দিয়েছে।

রেবতী—কার হাত দেখার কথা বলুন তো—

অবনীশ—কেন, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—সেই যে জাঁতিতে আঙুল কেটে ফেলেছে—অবশ্য মামাই বল্লে—

কমলেশ—আপনি যার কথা বলছেন, আমরা তার কেউ নই—আমরা যা জানতে এসেছি ইয়ে, সেইটা আমাদের বলে দিলেই আমরা খুশী হব।

অবনীশ—কি বলুন—

রেবতী—আপনি যদি এতদূর এগুলেন, তবে বিয়ে করলেন না কেন তাকে—

অবনীশ—ঐ যে বল্লুম—মামা বল্লে, জাঁতিতে আঙুল কেটে গেছে বলেই—

রেবতী—থামুন মশাই—আমরা জিজ্ঞাসা করছি আপনি যে মেয়েটিকে চিঠি লিখেছিলেন, তার কথা—সেই মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন।

অবনীশ—দেখুন, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে—প্রথমে মামা বল্লে, এই রকম একটা চিঠি লিখে দিতে—আমিও লিখে দিলুম—পরে মামা বল্লে, আমার ফটো তাদের পছন্দ হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন সবুর করতে হবে। কেননা মেয়ের আঙুল কেটে গেছে জাঁতিতে—অথচ আমার লেখা সেই চিঠি আর আমার ফটো নিয়ে এসে আপনারা বলছেন, আপনারা তার কেউ নন।

রেবতী—দাঁড়ান তো—এ চিঠি তাহলে আপনি স্বেচ্ছায় লেখেন নি, আপনার মামার কথায় লিখেছেন—

অবনীশ—হ্যাঁ, তাই তো।

রেবতী—অথচ আপনি ভেবেছেন, যে মেয়েকে আপনি চিঠি লিখেছেন, তার সঙ্গেই আপনার মামা আপনার বিয়ের চেষ্টা করছেন, আর আমরা আসছি সেই পাত্রী পক্ষ থেকে।

অবনীশ—হ্যাঁ, জাঁতিতে যার আঙুল কেটে গেছে।

কমলেশ—দেখুন, আপনার মামা যে কে তা আমরা জানি না, তবে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি আপনাকে bluff দিয়েছেন, ইয়ে, মিথ্যে কথা বলেছেন—আপনার ছবি আর ইয়ে, এই চিঠি তিনি আমাকেই পাঠিয়েছেন।

অবনীশ—তিনি পাঠিয়েছেন আপনাকে?

রেবতী—হ্যাঁ। এই চিঠি যাকে লেখা, তার সঙ্গে আমার এই বন্ধুর বিয়ের প্রস্তাব হচ্ছিল, কিন্তু এ চিঠি পাবার পর সে সম্বন্ধে ভেঙ্গে যায়।

অবনীশ—তা হলে জাঁতিতে আঙুল কাটা মেয়ে তো এ নয়। অথচ মামা বল্লে—

রেবতী—আপনার মামা আপনাকে ভুল বলেছেন, এ হচ্ছে কলেজে পড়া মেয়ে—জাঁতিতে পুরুষদের পিষে মারতে পারে, কিন্তু জাঁতিতে এরা আঙুল কাটেনা।

কমলেশ—আপনি হয়ত ভাবছেন সম্পর্ক যখন ভেঙ্গে গেছে, তখন আবার আপনার কাছে আসতে গেলুম কেন।

অবনীশ—হ্যাঁ, তাই তো।

রেবতী—আসতে হল একটা কারণে। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলুম, সেই মেয়ের সঙ্গে অন্য ছেলের বিয়ে স্থির হয়েছে। এমন কি নেমন্তন্নর চিঠি পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে—এই যে দেখুন না।

অবনীশ—(রেবতীর হাত থেকে চিঠি নিয়ে) বারে, ভারী মজাতো! এ তাহলে নিশ্চয়ই মামার কাজ—রজতবাবুর কথা মামা বলছিল বটে—এ সম্বন্ধ তো মামাই করেছে।

রেবতী—না, না, আপনার মামা করতে যাবেন কেন—আমরা জানতে পেরেছি ঘটক এ সম্বন্ধ করেছে।

অবনীশ—আরে মশাই, আমার মামাই তো ঘটক—বাজ্যের লোকের বিয়ে দিচ্ছেন আরে আমার বেলাতেই যত হাতে ঘা—হাত কাটা—

রেবতী—আপনার মামার নাম কি বলুন তো? তারাপদ কিম্বা তারক—

অবনীশ—মামার নাম তারাচাঁদ শর্ম্মা—মামা বলে, ছোট থেকে বড়, আগে তারা পরে চাঁদ—মামা দেখছি আপনাদেরও ঠকিয়েছে।

কমলেশ—তা তো বুঝতেই পারছি। (রেবতীকে) কিরে তুই যে বলেছিলি, পত্র লেখক নাকি আমার একজন

হিতাকাঙক্ষী—কি রকম জলঘোলা ব্যাপার দেখছিস তো।

রেবতী—সে কথা ভেবে আর লাভ কি—জগৎটাই যখন পরিবর্তনশীল, তখন একটা বিশেষ লোক সম্বন্ধে ধারণাটা পাল্টানো এমন কি আর কঠিন কাজ।

কমলেশ—যাই হোক, ইয়ে, আপনার মামার সঙ্গে, দেখা হয়ে গেলেই ভাল হত।

অবনীশ—তিনি তো বাড়ী নেই—আচ্ছা আপনারা বসুন—আমি ভেতরে খোঁজ করে দেখি, ওরা বলতে পারে কি না মামা কখন ফিরবে (অবনীশ অন্দরে চলে গেল)

রেবতী—বুঝলি কমলেশ, মেয়েদের দোষ নেই, ওদের সম্বন্ধে তোকে যা বলেছি, আমি withdraw করে নিচ্ছি।

কমলেশ—আসল দোষী হচ্ছে তারাচাঁদ, অথচ এই নিয়ে তুই মেয়েদের সম্বন্ধে কত কথাই বললি—তোর ইয়েকে, বৌকে যদি বলি—

রেবতী—খবরদার খবরদার, অলকার কানে কথাটা উঠলে আমার meal বন্ধ হয়ে যাবে—ওকে বাদ দিয়েই বলিছিলুম অবশ্য।

কমলেশ—তা যাক, তোর হাতে ওটা কিরে—

রেবতী—এটা এনেছিলুম অবনীশবাবুর জন্যে, কিন্তু তার বোধ হয় দরকার হবে না—যা হোক একটা কাজে লাগাব এটাকে। শুশো আছে—

কমলেশ—বলিস কি রে, ছুশো? তবে ব্যাগে না রেখে প্যাকেটে রেখেছিস যে ভারী—

রেবতী—পকেটে রেখেই কি শান্তি আছে—পিকপকেটের হাতে যাওয়ার চেয়ে আমার হাতেই তো বেশ আছে, তবে pickhand না হলে হয়।

কমলেশ—pickhand হতে গেলেই তো হাতাহাতি—তারপর injury আর ছুশোর জন্যে চারশ খরচা।

রেবতী—অত সোজা নয়—

[অবনীশের প্রবেশ]

অবনীশ—না, ওরা কিছু জানে না, আমি বরং একটু এগিয়ে দেখি।

কমলেশ—চলুন আমিও যাই। এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে হবে।

(কমলেশ ও অবনীশ বেরিয়ে গেল)

রেবতী—কি গেরোরে বাবা, এ মায়াজাল থেকে কি বেরুতে পারব— (ঝড়ের বেগে সুশান্তর প্রবেশ)

সুশান্ত—ও মশাই, আপনার মামাকে একবার ডেকে দিন তো। ভীষণ দরকার, শীগগীর ডাকুন—

রেবতী—আমার মামা—আপনি কোথা থেকে আসছেন।

সুশান্ত—যেখান থেকেই আসি না কেন, আপনার মামাকে ডাকুন তো।

রেবতী—আমার মামা—

সুশান্ত—হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনিই—যিনি আপনাকে ছেলের মত মানুষ করেছেন, যাঁর কথায় আপনি যে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন—

রেবতী—আপনি ভুল করছেন, তিনি হচ্ছেন—

সুশান্ত—ভুল আমি করিনি, লোক চিনতে ভুল হয়েছে আপনার মামার। চালাকীর আর জায়গা পাননি—জানেন, কত জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। আমি বোঝাপড়া করতে চাই এক্ষুনি।

রেবতী—কি বলছেন আপনি। আপনি যার খোঁজ কর্চ্ছেন, তিনি বাড়ী নেই।

সুশান্ত—ওসব ভাঁওতা দিয়ে আমার কাছে পার পাবেন না। তিনি যদি বাড়ী নেই, তবে কোথায় গেছেন, কখন গেছেন, বলুন আমাকে—পঞ্চাশটি টাকা already দিয়েছি, ফেরৎ চাই।

রেবতী—আপনার টাকা আপনি যাকে দিয়েছেন, তিনি এলে তার কাছ থেকে নেবেন।

সুশান্ত—তা আপনার মামা কখন আসবেন, এটা বলে কি আমায় উদ্ধার করবেন।

রেবতী—কি বলব আপনাকে—আপনি গোড়া থেকেই ভুল করছেন—

সুশান্ত—একশোবার ভুল করেছি। ভুল করেছি বলেই তো ছুটে এসেছি। তখন যদি জানতুম, লোক ঠকানোই হচ্ছে আপনার মামার ব্যবসা, তাহলে কি আর

মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করতে দিতুম। যত সব bogus পাত্রের সন্ধান দিয়ে বিপদে ফেলার চেষ্টা। আমি এদিকে বিয়ের চিঠি পর্য্যন্ত ছাপিয়ে ফেলেছি। এই যে দেখুন—

রেবতী—(সুশান্ত হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল) আপনিই সুশান্তবাবু! আপনার নামটি আমার অপরিচিত নয়—নমস্কার

সুশান্ত—নমস্কার। আপনি আমাকে চেনেন অথচ এতক্ষণ বলেননি

রেবতী—আপনি তো আমাকে কোন কথাই বলতে দিচ্ছেন না—আমি কমলেশের বন্ধু রেবতী।

সুশান্ত—আপনি কমলেশের বন্ধু—কি কেলেঙ্কারী, আমি তো ভেবেছি আপনি তারাচাঁদবাবুর ভাগ্নে। কিছু মনে করবেন না।

রেবতী—আমাকে আর আপনি বলে লজ্জা দেবেন না।

সুশান্ত—তা না হয় হোক, কিন্তু তারাচাঁদবাবু কোথায়? আপনি মানে, তুমি এখানে—

রেবতী—আমি এসেছি তারাচাঁদবাবুর ভাগ্নে অবনীশের কাছে

সুশান্ত—না না ভাগ্নে নয়, আমার সেই ঘটককে চাই—তুমি তো কমলেশের বন্ধু, তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছ—আমার যে এদিকে কি বিপদ—

রেবতী—কেন?

সুশান্ত—রজত চিঠি দিয়ে জানিয়েছে সে আমার মেয়েকে বিবাহ করতে অক্ষম—এখন আমি কোথায় পাত্র

খোঁজাখুঁজি করি। এই ঘটকের কথায় আমি কমলেশের মত পাত্র হাতছাড়া করলুম—

(কমলেশের প্রবেশ—সুশান্তবাবুকে দেখে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। সুশান্তবাবু কমলেশকে দেখতে পেলেন না)

রেবতী—হাতছাড়া, মানে—

সুশান্ত—হ্যাঁ, অমন সোনার চাঁদ ছেলে, সে কি এখন আর রাজী হবে। আর তাছাড়া তাকে এখন পাবোই বা কোথায়। ওদিকে রজতও গেল—

রেবতী—রজতের কথা যাক্। কিন্তু ধরুন কমলেশকে যদি এখন পাওয়া যায়, আপনি কি তাকে জামাই করতে রাজী আছেন ?

সুশান্ত—সে কথা আর বলতে, তার কাছে যে আমি অপরাধী হয়ে আছি (স্বগত) অমলেন্দুর কথাটা তখন শুনলেই হোত—কমলেশকে পেলে এই দণ্ডে তার হাতে মায়াকে তুলে দোব। আচ্ছা তার অন্য কোথাও সম্বন্ধ হয়নি তো—

রেবতী—আমি যতদূর জানি, হয়নি।

সুশান্ত—(রেবতীর হাতদুটো ধরে) তাহলে একাজ তোমাকেই করে দিতে হবে। এ বিপদ থেকে তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। চল বাবা আমার সঙ্গে, মরুকগে যাক তারাচাঁদ—

রেবতী—ব্যস্ত হবেন না সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমি তাকে নিশ্চয়ই রাজী করাবো।

সুশান্ত—যাক, শুনেও আশ্বস্ত হলুম—আচ্ছা, তোমাদের এই অবনীশের কাছে আসার কারণটা কি, তাতো বললে না।

রেবতী—সেটা ওর মুখ থেকেই শুনুন (কমলেশকে দেখিয়ে দিল)

সুশান্ত—আরে তুমিও এসেছ—কি ব্যাপার বলত।

কমলেশ—সব ব্যাপারের গোড়া হচ্ছে এই তারাচাঁদ ঘটক। আমাকে বেনামী চিঠি দেয়া থেকে সুরু করে মায়ার সঙ্গে আমার বিয়ের ভাংচি দেওয়া, নিজের ভাগ্নেকে মিথ্যে কথা বলা আর ইয়ে, রজতকে আমার জায়গায় বসানো—সব ওই ঘটক মশায়ের কাজ—উনি একটি ইয়ে—

সুশান্ত—কি সাংঘাতিক—আমরা দুপক্ষই তাহলে ওদের কবলে পড়েছিলুম—তারপর—

কমলেশ—সেই সময় হঠাৎ জানা গেল রজত রেবতীর নিজের মাসতুতো ভাই আর বাকীটির জন্যে কৃতিত্ব রেবতীব। ওইতো এখানে আনলে আমাকে—

সুশান্ত—এ্যাঁ, রজত তোমার মাসতুতো ভাই! তুমিই তাহলে তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছো—ভালই হয়েছে—(কমলেশকে) তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন আর তোমাকে ছাড়ছি না, সংগে করেই নিয়ে যাব আমি—

রেবতী—সেই ভাল। আপনারা দুজনে ক'লকাতায় ফিরে যান (কমলেশকে) সেই দুশোর ব্যবস্থা করে আমি পরের ট্রেনেই যাচ্ছি—(সুশান্তকে) ঘটক বিদায় ছাড়ছি না কিন্তু—

সুশান্ত—হাঃ হাঃ হাঃ, তাও কি কেউ ছাড়ে—কমলেশের সঙ্গে মায়ার বিয়েতে ঘটক কেন ভাই, তুমিই তো সত্যিকারের পুরোহিত—[সুশান্ত ও কমলেশ চলে গেল]

রেবতী—যাক বাঁচা গেল—রজতের চিঠি পেয়েই যে ভদ্রলোক অমন ছুটে আসবেন তা ভাবিনি—ভালই হ'লো—মায়াজাল থেকে খানিকটা মুক্ত হওয়া গেল—এখন এই ঘটককে বিদায় করতে পারলেই বাঁচি (অবনীশের প্রবেশ) এই যে আপনি এসেছেন।

অবনীশ—আপনার বন্ধু কোথায় গেলেন—আমি তো মোড় অবধি দেখে এলুম—উনিতো তার আগেই সিগারেট কিনে চলে এলেন।

রেবতী—তিনি কলকাতায় ফিরে গেছেন।

অবনীশ—এঁ্যা,—চলে গেছেন, তিনি যে বল্লেন তার অফিসে আমায় চাকরী দেবেন।

রেবতী—বলেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই দেবেন—কিন্তু তাহলে তো আপনাকে আমার সঙ্গেই কলকাতায় যেতে হয়—আপনার মামা আপত্তি করবেন না তো

অবনীশ—দুত্তোর মামা। আমি যাব।

রেবতী—তবে আপনার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিন।

অবনীশ—আচ্ছা [অবনীশ ভেতরে গেল, অন্যপাশ দিয়ে তারাচাঁদের প্রবেশ]

রেবতী—আপনি কি তারাচাঁদবাবু।

তারাচাঁদ—ঠিক ধরেছেন স্যার—আপনি বুঝি রজতবাবুর কাছ থেকে আসছেন।

রেবতী—হ্যাঁ।

তারাচাঁদ—বড্ড অন্যায় করেছি স্যার, আপনাকে বসিয়ে রেখে। কিছু মনে করবেন না—রজতবাবুর বাবাকে বলবেন স্যার, এই তারাচাঁদ ঘটক ছিল বলে এমন মনোমত সুপাত্রী পাওয়া গেল। এখন ভালয় ভালয় শুভকর্মটা হয়ে গেলে বাঁচি—

রেবতী—সে তো বটেই। আমি তো ভেবেই পাই না, আপনাদের মত প্রজাপতির দূত বিদ্যমান থাকতে কি জন্যে এদেশের ছেলে আর মেয়েরা আইবুড়ো থাকে।

তারাচাঁদ—মানে কি জানেন, একবার মতিস্থির করে ফেল্লে আর কোন কিছু ভাবতে হয় না।

রেবতী—আচ্ছা, আপনি এ লাইনে কতদিন আছেন—

তারাচাঁদ—তা ধরুন ছেলেবেলা থেকে—পাঁচ নম্বর জর্জ রাজা যখন এদেশে এলেন সেই সময় থেকে—আমার বাবাও এই কাজ করতেন স্যার—কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। সুশান্তবাবুর মত লোক ধরুন

না কেন স্যার, দুবেলা আমাকে আশীর্বাদ করছেন—

রেবতী—সে কথা একশোবার—আপনারা সত্যিই মানুষ নন, দেবতা—তাই তো লোকে আপনাদের বলে ঠাকুর, ঘটকঠাকুর।

তারাচাঁদ—সবাই আর বলে কই স্যার—আচ্ছা ওরা কি আপনার হাত দিয়ে কিছু পাঠিয়েছেন?

রেবতী—হ্যাঁ, এই যে দিই।

[প্যাকেট খুলতে সুরু করল, এমন সময় অবনীশ ঢুকল—হাতে পোঁটলা]

তারাচাঁদ—কিরে তুই কোথায় চল্লি—

অবনীশ—চাকরী করতে। তোমার এখানে আর না—

তারাচাঁদ—কি পাগলের মত বকছিস—এ কথার মানে!

রেবতী—মানে খুবই সোজা। উনি আমার সংগে কলকাতায় যাচ্ছেন, আমার বন্ধু কমলেশের অফিসে চাকরী করতে। সেই কমলেশ, যার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আপনি তার সঙ্গে সুশান্তবাবুর মেয়ের বিয়ে ভেংগে দেবার চেষ্টা করেছিলেন—অবনীশবাবুর কাছ থেকে আমরা সমস্ত জানতে পেরেছি—

তারাচাঁদ—এসবের মানে কি?

রেবতী—আপনার ভাগ্নে এত সরল বলেই কি তাকে মিথ্যে করে মায়ার সংগে বিয়ে দেবার কথা বলেছেন।

তারাচাঁদ—বলি আপনি বলতে চান কি—আমারই বাড়ীতে বসে আমাকেই অপমান। (অবনীশকে) কিরে, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে মামার অপমান দেখছিস—

অবনীশ—যেমন কম্মো করেছ। আমি কি করব—

তারাচাঁদ—এর সব কথা মিথ্যে।

রেবতী—সত্যি মিথ্যে বিচার করবেন ভগবান—তবে এও জেনে রাখুন, রজতের সংগে মায়ার বিয়ে আমিই হ'তে দিইনি—রজত আমার মাসতুতো ভাই (অবনীশের হাত ধরে) চলে আসুন আমার সংগে।

তারাচাঁদ—কিন্তু আমার যে তাদের কাছে অনেক পাওনা।

রেবতী—কি বললেন, পাওনা—আপনার ব্যবহারের জন্যে আপনাকে জেলে পাঠানো উচিৎ—কিন্তু সে প্রবৃত্তি আমাদের নেই—(প্যাকেটটা দিয়ে) এই নিন এতে দুশো আছে।

[রেবতী ও অবনীশ চলে গেল—তারাচাঁদ আনন্দে প্যাকেট খুলতে লাগল]

তারাচাঁদ—এ্যাঁ দিয়েছেন। দেবেনই তো—রজতবাবুর বাবা ভদ্রলোক। যাকগে, টাকা যখন পেয়েছি তখন অপমান করলে তো ভারী বয়েই গেল—কইরে বাবা, টাকা কই [কাগজের পর কাগজ বেরুতে লাগল—সব শেষে দুটি আলপিনের পাতা] এ্যাঁ, আলপিন, দুশো টাকার বদলে দুশো আলপিন—ওরে বাবা, আলপিন ফুটিয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র—আমি মামলা করব—সুপুরী কোর্টে যাব, তারপর হাইকোর্ট, তারপর ব্যারাকপুর, আলীপুর, শিয়ালদা

—হত্যা—খুন, ওরে বাবারে কে আছ গো বাঁচাও, ওরে বাবা—[হাত পা ছুঁড়তে লাগল। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল]

পঞ্চম দৃশ্য

[সুশান্তর বাড়ীর একটি ঘর—এক কোণে একটা টেলিফোন—যবনিকা উঠতে দেখা গেল গুরুচরণ একটা মস্তবড় পুঁটলী নিয়ে একবার এপাশ আর একবার ওপাশ করছে—সোফা, টেবিল ইত্যাদিতে ঘরটি সুশোভিত]

গুরুচরণ—কি যে করি—এদিকে বড়দিদিমণির বিয়ে, ওদিকে তেনার কান্না—বাবুকে কবে থেকে ছুটির কথা বলছি, কিন্তু বাবুর যা মেজাজ, কিছু বলতে গেলেই অমনি পিড়িপেট ফটফট—

[মায়ার প্রবেশ]

মায়া—গোপা, গোপা,—(গুরুচরণকে দেখে) ও, গুরুচরণ, এটা আবার কিরে ?

গুরুচরণ—আজ্ঞে বাড়ীতে পাঠাব।

মায়া—কি আছে এতে ?

গুরু—আজ্ঞে, গিন্নীমা বিশটা টাকা দিলিন কেনাকাটা করবার জন্যি—

মায়া—মা টাকা দিয়েছেন—

গুরুচরণ—আজ্ঞে হ্যাঁ, গিন্নীমা বল্লেন, গু'চয়ণ, মায়া দিদিমণির বিয়েতে নতুন –

মায়া—ও, বুঝেছি, আর বলতে হবে না—টাকা পাওয়ার সংগে সংগেই বুঝি কেনা হয়ে গেছে জিনিষ—কি কিনলি

গুরুচরণ – আজ্ঞে, গিন্নীমা যেমনটি বলেছেন, ঠিক তাই।

মায়া—কি জিনিষ কিনলি দেখি—পচা না ভালো—

গুরুচরণ—কালো? আজ্ঞে না কালো জিনিষ নয়—

মায়া – আচ্ছা খোলতো দেখি পোঁটলাটা।

গুরুচরণ—আজ্ঞে সামান্য জিনিষ (পোটলাটা খুলতে লাগল)

মায়া—পুঁটলীটি তো সামান্য নয় বাবু

[গুরুচরণের পোঁটলা খোলা শেষ—বেরুলো একটা মস্ত বড় ধামা ও কিছু পাঁপড়] এ কিরে, ধামা পাঁপড় – —মা তোকে এই জিনিষ কিনতে দিয়েছেন—

গুরুচরণ—গিন্নীমা বল্লেন, গু'চয়ন, দিদিমণির বিয়ের দিনে নতুন ধামা, আর পাঁপড় কিনবি।

মায়া—উঃ, এই বাজারে কুড়িটা টাকা জলে দিলি—মা নতুন জামা আর কাপড় কিনতে টাকা দিয়েছে আর তুই নতুন ধামা আর পাঁপড় কিনে বসে আছিস—মার কানে গেলে তোকে আর আস্ত রাখবে ভেবেছিস—

গুরুচরণ—তা হলে কি হবে—

মায়া—কি হবে তার আমি কি জানি—এই বাজারে কুড়িটা টাকা নষ্ট। গোপা, গোপা—

[মায়া চলে গেল—গুরুচরণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—নেপথ্যে সুশান্তর কণ্ঠস্বর 'গুরুচরণ', 'গুরুচরণ'—গুরুচরণ তাড়াতাড়ি পোঁটলাটা বন্ধ করতে সুরু করল—এমন সময় সুশান্তর প্রবেশ]

সুশান্ত—এই যে idiot, এখানে কি করছিস, ডেকে ডেকে আমার গলায় ব্যথা হয়ে গেল—

গুরুচরণ—আজ্ঞে—

সুশান্ত—কোন কথা নয়—কি করছিলি এখানে—ওটা কি লুকোচ্ছিস।

গুরুচরণ—আজ্ঞে সামান্য—(পুঁটলী খোলে)

সুশান্ত—এঁ্যা, এক ধামা পাঁপড়, কে দিয়েছে তোকে ?

গুরুচরণ—আজ্ঞে গিন্নীমা—

সুশান্ত—সাট আপ্—ইডিয়ট কোথাকার।

গুরুচরণ—আজ্ঞে, উনি কাপড় জামা কিনতি দিয়েছিলেন, আমি পাঁপড় ধামা মনে করে—

সুশান্ত—আমি সব বুঝেছি—না তোকে দিয়ে আমার আর চলবে না—আর কদিন পরেই মায়ার বিয়ে—কাজের বাড়ীতে শেষে একটা বিভ্রাট ঘটাবি।

গুরুচরণ—আজ্ঞে—

সুশান্ত—কোন কথা আমি শুনতে চাই না। শেষে তোর জন্যে কি আমি লোকের কাছে অপদস্থ হব—বেরো, বেরিয়ে যা—(গুরুচরণ চলে যাচ্ছিল) এটাকে এখানে রেখে যাচ্ছিস যে—এসব গিন্নীমাকে বলে

ভাঁড়ারে রেখে আয় আর বাজারের থলিটা নিয়ে চ'—
বাজারে যেতে হবে—

[গুরুচরণ পুঁটলি নিয়ে চলে গেল—টেলিফোনে রিং
বাজল]

—হ্যালো, হ্যাঁ আমি সুশান্ত—ও কমলেশ, কি খবর বাবা ?
তা বেশ তো এসো—কি আশ্চর্য্য তোমার সংগে
আমাদের সে সম্পর্কই নয়—হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন খুশী
আসবে, একশোবার আসবে—হাঃ হাঃ কি যে বল—
বেশ তো এখুনিই এসো—হ্যালো—আচ্ছা আচ্ছা
[টেলিফোন রেখে দিয়ে) মায়া—মায়া—

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া—কি বাবা—

সুশান্ত—ওই গরুটার ব্যাপার দেখেছিস—আমার হাড়মাস
জ্বালিয়ে খেলে একেবারে—বেটা এক ধামা পাঁপড়
এনে বলে কিনা—

মায়া—আমি জানি বাবা, ওকে এবার থেকে সব ইসারা করে
বললে ভাল হয়—

সুশান্ত—তা কি সম্ভব—একদল জ্ঞানপাপী আছে, যারা সব
বুঝেও না বোঝার ভান করে, ও তো সে রকম নয়।
একটা কথাও ঠিক মত বুঝতে পারে না কালা বলে—

মায়া—তুমিই তো বলেছ ওকে জবাব দিয়ে দেবে—

সুশান্ত—বলতে হয় বলেছি। কিন্তু সত্যিই কি তা পারি—
ভুলভ্রান্তি হ'লেই যদি চাকরী থেকে বরখাস্ত করতে

হয়, তাহলে তো সব চাকুরে বাবুদেরই চাকরী চলে যায়—

মায়া—মালিকদের কাছে সেটা খুব ভাল ব্যবস্থা—নতুন লোক নিয়োগ করে বলবে বেকার সমস্যা ঘুচিয়ে দিচ্ছি—তাই না বাবা ?

সুশান্ত—ওইখানেই তো ওদের ভুল মা—মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, এটা বোঝে না তারা—তা যাক্, বাজারটা সেরে আসি—(চলে যাচ্ছল)

মায়া—বাবা—

সুশান্ত—(ফিরে দাঁড়িয়ে) কি মা,—

মায়া—রেবতীবাবুর সঙ্গে সেদিন তোমার কি একটা কথা হয়েছিলো, আমাকে বলবে বলেছিলে।

সুশান্ত—কি কথা বলত।

মায়া—বারে, তুমিই তো বল্লে, পরে বলবে।

সুশান্ত—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—এই তো পরশুদিন নিউমার্কেটে দেখা। তোর মা আর আমি যে দোকানে বেনারসী শাড়ী কিনতে ঢুকেছি, ঠিক তার সামনের দোকানে দেখি রেবতীকে—সঙ্গে আর কে কে জানি ছিল। গায়ে হলুদের তত্ত্বের জিনিষ কিনছে। বিয়ে করছে কমলেশ, কিন্তু আসলে রেবতীই সব।

মায়া—ভারী বন্ধুত্ব ওদের দুজনের, না বাবা ?

সুশান্ত—হ্যাঁ। আজ কাল বন্ধু বলতে বোঝায় যে টাকা ধার দিয়ে ফেরৎ পাবার জন্যে তাগাদা দেবে না, যার

বাড়ী থেকে বইপত্তর পড়বার জন্যে চেয়ে এনে ফেরৎ দিতে হয় না—কিন্তু কমলেশ ও রেবতীকে দেখে মনে হয় এর ব্যতিক্রম। আমাদের আশীর্ব্বাদের জিনিষ ওদের খুব পছন্দ হয়েছে, রেবতীই জানালে—

মায়া—ওদেরটাও তো বেশ ভাল হয়েছে বাবা।

সুশান্ত—আমিও সে কথা ওকে বলেছি—যাক তোদের শুভকর্মটা এখন ভালোয় ভালোয় হলেই আবার রেবতীকে ধরতে হবে।

মায়া—কেন বাবা।

সুশান্ত—ওকেই যে ঘটকালী করতে হবে। রজতকেও আমি হাত ছাড়া করছি না, বড় ভাল ছেলে—

মায়া—কিন্তু—

সুশান্ত—না রে, খুব বড় চাকুরে সে—আমি ভাবছি গোপার সঙ্গেই তার—মানে রেবতীই কথাটা পাড়লে সেদিন

মায়া—এই বুঝি তোমার কথা।

সুশান্ত—হ্যাঁরে, এই কথাটাই তোকে বলব বলেছিলুম। তা তুই কি বলিস মা—

মায়া—আমি কি বলব বাবা—আমাদের ভালর জন্যে তুমি যে ব্যবস্থা করবে তাই হবে—তবে,—

সুশান্ত—তবে কি?

মায়া—উনি কি রাজী হবেন।

সুশান্ত—তার জন্যে ভাবি না—ওযে রেবতীর মাসতুতো ভাই, ওই সব ব্যবস্থা করে দেবে—তোর মাকেও বলেছি।

মায়া—তোমার বাজারের দেরী হয়ে যাচ্ছে বাবা।

সুশান্ত—এই যাই, গুরুচরণ, গুরুচরণ (দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে) ঐ যাঃ, তোকে আসল কথাটাই বলা হয় নি—কমলেশ ফোন করেছিলো একটু আগে ও এখুনি আসছে—আমি বাজার থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ও যেন থাকে। ওরে গুরুচরণ (সুশান্ত চলে গেল ও অন্যপাশ দিয়ে গুরুচরণ এল)

গুরুচরণ—দিদিমণি, বাবু কোথায় গেলেন ?

মায়া—এই যে এসেছিস, কোথায় ছিলি, বাবা তো তোকেই খুঁজছেন।

গুরুচরণ—গিন্নীমা জুতো কেনার কথা বলছিলেন, তাই—

মায়া—ও, কাপড় হয়েছে, জামা হয়েছে, এবার জুতো—কি জুতো কিনবি—জুতো পরা তোর অভ্যেস আছে তো—

গুরুচরণ—গিন্নীমা বল্লেন, কাল জুতো—আমার জন্যে নয়, গিন্নীমার জন্যে—

মায়া—মার জন্যে জুতো—যাঃ, কি শুনতে কি শুনেছিস—

গুরুচরণ—হ্যাঁ, এই যে চার আনা পয়সা দেছেন—সেলাই করবার জুতো—

মায়া—ও বুঝেছি, ওরে গুরুচরণ, কাল জুতো নয়, কাল সুতো। দাঁড়া, আমি লিখে দিচ্ছি—(কাগজের টুকরোতে লিখে দিলে) এটা বাবাকে দিবি—যা—হাঁদারাম—

[গুরুচরণ চলে গেল—মায়া একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে বসল—পেছন থেকে কমলেশের প্রবেশ—

মায়াকে পাঠরত দেখে সে নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাড়াল—মায়ার হাতের বই থেকে একটা ছবি নীচে পড়ে গেল—সেটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে কমলেশের উপস্থিতি বুঝতে পারে সে]

মায়া—এ কি, কমলেশদা, কখন এলে ?

কমলেশ—হ্যাঁ আমি (মায়ার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে) তোমার জ্যান্ত ছবি—এই তো এলুম

মায়া—পাকা দেখার পর দিনই আসবে বলেছিলে, কই এলে না তো—

কমলেশ—একটা constructionএর ব্যাপারে আটকা পড়েছিলুম। কিন্তু ইয়ে মানে, কি আশ্চর্য্য, আশীর্ব্বাদের পরেও তুমি আমাকে দাদা বলবে—দুষ্মন্তকে কি শকুন্তলা ইয়ে, মানে দাদা বলে ডেকেছিলো আংটি বদলের পরেও—এটা কিন্তু breach of faith.

মায়া—কিন্তু মশাই তোমার সঙ্গে তো আমার আংটি বদল হয়নি। তোমরা আশীর্ব্বাদ করেছ পেনডেণ্ট দিয়ে আর আমরা করেছি বোতাম দিয়ে—তাছাড়া ধর যদি আংটি বদলই হয়ে থাকে, রাজা দুষ্মন্তই বা কি contract অনুযায়ী আবার শকুন্তলার কাছে আসে।

কমলেশ—ওটা আমাদের ইয়ে, মানে শাশ্বত প্রিভিলেজ

মায়া—ওরকম প্রিভিলেজ enjoy করলে লোকে বলবে কি ?

কমলেশ—লোকে কি বলবে তাতে আমার বয়ে গেল—

লোকেরা ইয়ে মানে, বেশীর ভাগ সময়ে সব জিনিষের ভাল মন্দ বিবেচনা না করেই মন্তব্য দিয়ে বসে। তবে তুমি যদি বল, তাহলে না হয় আপাততঃ তোমার অশুভদৃষ্টি থেকে নিস্তার পেতে, আমি ইয়ে মানে, ছাদনা তলায় শুভদৃষ্টির মুহূর্ত পর্য্যন্ত তোমার মুখং না দেখিতং।

মায়া—সেইটাই বোধ হয় ভাল—তুমি বাবাকে ফোন করেছিলে

কমলেশ—ইয়ে মানে হুট করে এসে পড়া, সেই জন্যেই। আচ্ছা আমি তাহলে যাই—তোমার যখন ইচ্ছে নয়—

মায়া—থাক খুব হয়েছে। পুরুষদের কেরামতি যে কত, সব বোঝা গেছে। বাবা সব বলেছেন আমাকে। একটা বেনামী চিঠি পেয়ে কি কাণ্ডটাই না করলে।

কমলেশ—রেবতীই তো যত নষ্টের গোড়া—আমার অন্য ইচ্ছে ছিল। আর ঠিক ঐসময় জুটল ঐ তারাপদ।

মায়া—নিজের দোষ বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে বাহাদুরি নেয়া হচ্ছে। মেয়ের বাবাদের তোমরা এত সহজে অসহায় অবস্থায় ফেলতে পার যে কহতব্য নয়—তোমাদের মুখেই সব—

কমলেশ—ঘাট হয়েছে বাবা, মানছি, পুরুষদের সব দোষ, মেয়েদের কোন দোষ নেই—এখন শকুন্তলা দেবী যদি past episode বন্ধ করে নতুন কিছু শোনান তো ভাল হয়।

মায়া—কি শুনতে চাও—গান?

কমলেশ—মন্দ কি।

মায়া—তার আগে মহারাজা দুষ্মন্তের আজ্ঞা হোক, শকুন্তলা দাসী চা নিয়ে আসুক (মায়া চলে যাচ্ছিল)

কমলেশ—এই শোন (মায়া কাছে এল) পেনডেণ্ট আর বোতামের সোনা হোক অক্ষয় ইয়ে মানে, গুরুজনদের চিরন্তন আশীর্ব্বাদের মত, কিন্তু—

মায়া—কিন্তু কি—

কমলেশ—(পকেট থেকে আংটি বার করে মায়ার আঙুলে পরিয়ে দিতে দিতে) এটা যেন শুধু দুষ্মন্তের স্মৃতি মনে করিয়ে না দেয় তোমাকে—ইয়ে মানে, অবনীশ গুপ্তের আবির্ভাবে যা হয়েছিলো অবলুপ্ত আমার জীবন থেকে, তাকে ফিরে পাওয়ার সাক্ষ্য হয়েই থাক এটা—কোনদিন যেন এর ঔজ্জ্বল্য ম্লান না হয়।

মায়া—কিন্তু কি অবলুপ্ত হয়েছিলো, কিসের ঔজ্জ্বল্য !

কমলেশ—(মায়াকে কাছে টেনে) প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা

[কমলেশের কথা শেষে মায়া মৃদু হেঁসে হঠাৎ কমলেশকে হেঁট হয়ে প্রণাম করল ও একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল]

কমলেশ—মায়া, শোন শোন, ইয়ে মানে।

মায়া—ইয়ে মানে, তোমার চা।

কমলেশ—আমি কিন্তু আর মায়ামৃগের পেছনে ছুটব না—

[কমলেশ ম্যাগাজিনটা নিয়ে দেখতে লাগল—ধীরে ধীরে শেষ যবনিকা নেমে এল]

সমাপ্ত